১৩.যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব-১)

অনেকে মনে করেন, শাসক মুরতাদ হয়ে গেলেই শুধু তাকে অপসারিত করার জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়। আর যেহেতু শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে তার বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে তাই শত কুফর-ইরতেদাদে লিপ্ত হলেও তারা শাসকগোষ্ঠীর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টা স্বীকার করেন না। তাদের কথাবার্তায় মনে হয়, শাসক মুরতাদ হওয়ার শুধু একটিই পদ্ধতি, তা হলো শাসক নিজেকে নাস্তিক বা মুসলিম নয় বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিবে, কিন্তু এই বন্ধুরা বুঝতে চান না, শাসকের কান্ডজ্ঞান লোপ না পেলে শাসক কোন দিনও এই ঘোষণা দিতে যাবে না। ঘোষণা না দিয়ে শত কুফরী করেও যদি মুসলিম থাকা যায়, বরং আলেমদের সমর্থণ পাওয়া যায়, সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেওয়া যায়, তাহলে ঘোষণা দিয়ে শুধু শুধু জনরোষের শিকার হওয়ার কি প্রয়োজন?

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিদ্রোহের পরিবর্তে তারা বর্তমান শাসকদের সংশোধনের জন্য দাওয়াতের পদ্ধতি গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়, কিন্তু এই পদ্ধতির প্রবক্তা মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহিমাহুল্লাহ তার কিতাব 'রিদ্দাতুন ওলা

আবা বাকরীন লাহা'য় (পৃ: ৭-৮) শাসক ও এলিট শ্রেণীর অধিকাংশই যে, ঘোষণা দেওয়া ব্যতীত ভিতরে ভিতরে ব্যাপকভাবে নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে এ গেছে, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।তাহলে আমরা শাসকদের মুরতাদ বললে তারা আমাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষেপে যান কেন, আমাদের খারেজী-চরমপন্থী ইত্যাদি উপাধি দেন কেন?

আসলে শাসকদের মুরতাদ বা মুসলিম হওয়া নিয়ে তাদের সাথে আমাদের মূল বিরোধ নয়, বরং মূল দ্বন্দ্ব হলো, শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ নিয়ে, এজন্য নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যদি কোনদিন কোন শাসক প্রকাশ্যে নাস্তিক হওয়ার ঘোষণা দিয়েও দেয়, তখনও তারা ইমাম না থাকা, শক্তি না থাকা, বড় ফিতনার ভয় ইত্যাদি বাহানায় যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে চেষ্টা করবে। আর এভাবেই তারা উবাদা বিন সামেতের হাদিস إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان 'তবে (শাসকদের থেকে) সুস্পষ্ট কুফর দেখলে যার স্বপক্ষে তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে দলিল রয়েছে, তখন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবে' (সহিহ বুখারী, ৭০৫৬; সহিহ মুসলিম, ১৭০৯) এবং এ হাদিসের আলোকে মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের ব্যাপারে উম্মাহর ইজমায়ী সিদ্ধান্তকে কার্যত অস্বীকার করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হাদিসের এমন মিসদাক-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা এবং হাদিসের

উপর আমলের জন্য এমন এমন শর্ত আরোপ করা যা পূর্বেও কখনোও পাওয়া যায়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পাওয়া যাবেও না, এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আর আমাদের মত চরমপন্থীদের দলিল হওয়া ছাড়া এ হাদিসের দ্বারা উম্মাহর কি বা ফায়েদা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বুঝলেন না, মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ না করে সবর করা বা তাকে দাওয়াত দিয়ে সংশোধন করাই উত্তম, মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে গেলেই বড় ফিতনার আশংকা !!!!

যাক, এই সংশয়ের বিষয়ে প্রবন্ধের শেষে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করবো, এখন আলোচনার বিষয়বস্তুতে ফিরে আসি, প্রকৃতপক্ষে শাসক মুরতাদ হওয়া, শাসকের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করার একটি ক্ষেত্র মাত্র। মুরতাদ হওয়া ছাড়াও আরো কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে অপসারিত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উলামায়ে কেরাম এমন কিছু ক্ষেত্র বর্ণণা করেছেন এবং এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্র তো এমন যেসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে সহিহ হাদিস রয়েছে, এবং উলামায়ে কেরাম এসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন। আর এসবগুলো কারণই বর্তমান শাসকদের মাঝে পুরোপুরি বিদ্যমান। তাই যদি

তর্কের খাতিরে ওদের মুসলিম হিসেবে মেনেও নেই, তারপরও নিম্নোলিখিত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে ওদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

আমরা প্রথমে সে ক্ষেত্রগুলোর তালিকা পেশ করবো, এরপর প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার কারণে এক বা দুই পর্বে একটি একটি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

যেসব ক্ষেত্রে মুরতাদ না হলেও শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা যায়:

১ - নামায তরক করা।
২ - কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা না করা।
৩ - শাসকের পাপাচার ও জুলুম অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া, যার কারণে মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া উভয়টি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
৪ - কাফের-মুরতাদদের সাথে জিহাদ পরিত্যাগ করা, ওদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা এবং ওদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা।

এ পর্বে নামায পরিত্যাগকারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করার বিষয়ে সহিহ হাদিস ও আলেমদের বক্তব্য তুলে

ধরবো ইনশাআল্লাহ। আর আগামী পর্বে এ বিষয়ে কিছু সংশয়ের উত্তর দেওয়া হবে ইনশাআ্াল্লাহ। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আমরা যে আলেমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করবো, তারা সবাই হানাফী, মালেকী কিংবা শাফেয়ী মাযহাবের, আর এই তিন মাযহাবে নামায তরক করা কুফরী নয়। বরং শুধু হাম্বলী মাযহাবেই নামায তরক করা কুফরী। এরপরও তিনো মাযহাবের আলেমগণ নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা আমাদের দাবী ‘নামায তরক করা শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র’ প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

عن عوف بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». رواه مسلم: (1855)

আউফ বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া করবে তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ

করবে এবং তারাও তোমাদেরকে অপছন্দ করবে, যাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবো না? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে। -সহিহ মুসলিম, ১৮৫৫

عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع»، قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلوا» رواه مسلم (1854)

উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এমন কিছু লোককে তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হবে যাদের কিছু কাজ তোমাদের কাছে ভালো মনে হবে আর কিছু কাজ মন্দ মনে হবে, (অর্থাৎ ভালো-মন্দ সব কাজই করবে), সুতরাং যে তাদের (মন্দ কাজগুলোকে) অপছন্দ করবে সে মুক্তি পাবে, আর যে প্রতিবাদ করবে সেও মুক্তি পাবে, কিন্তু যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, এবং সহযোগিতা করবে সে মুক্তি পাবে না। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, আমরা কি এমন আমিরদের সাথে যুদ্ধ করবো না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা নামায পড়বে ততদিন তোমরা

তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। -সহিহ মুসলিম, ১৮৫৪

১. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৪৪৯ হি.) বুখারী শরিফের ভাষ্যগ্রন্থ 'শরহু সহিহিল বুখারী'তে বলেন,

والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم . ..وروى الآجرى، عن البغوى، عن القواريرى: حدثنا حكيم بن حزام وكان من عباد الله الصالحين حدثنا عبد الملك بن عمير، عن الربيع بن عميلة، عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم أمراء يفسدون، وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فله الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليه الوزر وعليكم الصبر. (شرح صحيح البخاري لابن بطال: 5/127 ط. مكتبة الرشد: 1423)

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে কিংবা নামায কায়েম করা ছেড়ে দিলেই শুধু তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ও তাদের অপসারিত করা ওয়াজিব হয়। এছাড়া শুধু জুলুম-অত্যাচারের কারণে তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না, ... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অচিরেই এমন কিছু আমির তোমাদের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করবে, যারা (জুলুম-

অত্যাচারের মাধ্যমে) অশান্তি সৃষ্টি করবে, তবে তাদের দ্বারা যতটুকু কল্যাণ হবে তা তাদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির থেকে বেশি, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে তারা প্রতিদানের হকদার হবে এবং তোমাদের উপর তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আবশ্যক হবে, আর যারা আল্লাহর নাফরমানী করবে তারা গুনাহের ভাগীদার হবে, আর এক্ষেত্রে তোমাদের কর্তব্য হবে সবর ও ধৈর্য্যধারণ। -শরহু সহিহিল বুখারী, ৫/১২৭

ইবনে বাত্তাল আরো বলেন,

فى هذه الأحاديث حجة فى ترك الخروج على أئمة الجور، ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد. (شرح صحيح البخاري لابن بطال: 10/8 ط. مكتبة الرشد: 1423)

এ সকল হাদিস প্রমাণ করে জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না, বরং তার আনুগত্য করতে হবে, ততদিন পর্যন্ত যতদিন সে জুমুআ কায়েম করবে, এবং জিহাদ জারী রাখবে। -শরহু সহিহিল বুখারী, ১০/৮

২. ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট ভাবে

বুঝে আসে যে ফাসেক ও জালেম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ না করার যে আদেশ হাদিসে দেওয়া হয়েছে তা ঐ শাসকের ক্ষেত্রে যে নামায কায়েম করে, জিহাদ জারী রাখে, এবং তার দ্বারা যে কল্যাণ হয় (যেমন নামায কায়েম করা, মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ইত্যাদি) তা তার দ্বারা হওয়া ক্ষতির চেয়ে বেশি। এ বিষয়টিই ইমাম ইবনুল উযির ইয়ামানী রহিমাহুল্লাহু (মৃ: ৮৪০ হি.) তার কালজয়ী গ্রন্থ আররাওযুল বাসিমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি বলেন,

ومن ذلك كلام ابن بطّال الذي أورده المعترض، وقد مرّ، وهو على المعترض لا له، فإنّه روى عن الفقهاء أنّهم اشترطوا في طاعة المتغلّب إقامة الجمعات والأعياد، والجهاد، وإنصاف المظلوم غالباً. (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: 2/384 ط. دار عالم الفوائد)

ইবনে বাত্তালের যে কথার উপর আপত্তিকারী আপত্তি করেছে, সে কথা তো আপত্তিকারীর বিপক্ষেই যায়, কেননা ইবনে বাত্তাল ফুকাহায়ে কেরাম থেকে নকল করেছেন যে, তারা জোরপূর্বক ক্ষমতাদখলকারীর আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে জুমুআ ও ইদ কায়েম করা, জিহাদ জারী রাখা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাজলুমের পক্ষে সুবিচার করা ইত্যাদি বিষয়ের শর্ত করেছেন। -আররাওযুল বাসিম, ২/৩৮৪

৩. কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৫৪৪ হি.) বলেন,

لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. وذهب بعض البصريين إلى أنها تنعقد لها وتستديم على التأويل، فإذا طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغيير شرع أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك. (إكمال المعلم: 6/246 ط. دار الوفاء: 1419 ه)

উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ‘আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ‘আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা’বিলকারী। অতএব শাসক যদি এজাতীয় কাজগুলোর কোন একটি, যেমন, কুফর, শরীয়া পরিবর্তন অথবা বিদ‘আতে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং

তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। -ইকমালুল মু'লিম, ৬/২৪৬

৪. ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহও (মৃ: ৬৭৬ হি.) কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহুর উপরোল্লিখিত বক্তব্য সমর্থণ করেছেন। তিনি বলেন,

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة. وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له، لأنه متأول. قال: قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. (شرح مسلم للنووي: 12/229 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392)

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে

স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ‘আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ‘আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা’বিলকারী। কাযী ইয়ায বলেন, শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়া পরিবর্তন করে অথবা বিদ‘আত করে, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা। -শরহু মুসলিম, ১২/২২৯

৫. মুহাদ্দিস আবুল আব্বাস কুরতুবী মালেকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৫৬ হি.) ‘তালখীসু সহিহি মুসলিম’ নামে সহিহ মুসলিমের একটি সারসংক্ষেপ তৈরী করেন, এরপর আলমুফহিম নামে সেই সংক্ষিপ্তগ্রন্থের শরাহ লিখেন, এই কিতাবে তিনি বলেন,

قوله على المرء المسلم السَّمع والطاعة ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولًا واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وَجَبَ خَلعُه على المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومَنَع من ذلك،

وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منها لا يختلف في وجوب خَلعِهِ. (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 4/39: 1497) ط. دار ابن كثير

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “মুসলিমের উপর শ্রবণ ও আনুগত্য ওয়াজিব”, প্রমাণ করে, মুসলমানদের জন্য ইমাম, আমির ও কাযীর আনুগত্য করা ওয়াজিব, আর এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে কোন দ্বিমতও নেই, যতক্ষণ না শাসক গুনাহের আদেশ করে। যদি শাসক গুনাহের আদেশ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে গুনাহের কাজে তার আনুগত্য করা জায়েয হবে না। এখন সেই গুনাহটা যদি কুফর হয়, তাহলে সকল মুসলমানের উপর ফরজ হলো, তাকে অপসারণ করা। এমনিভাবে সে যদি নামায, রমযানের রোযা, হুদুদ তথা দণ্ডবিধির মতো দ্বীনের মৌলিক কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় এবং সেগুলো পালনে বাধা দেয়, তদ্রুপ সে যদি মদপান ও যিনাকে বৈধতা দান করে এবং সেগুলো থেকে বারণ না করে, তখনও তার অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। - আলমুফহিম, ৪/৩৯

৬. মুফাসসির আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭১ হি.) বলেন,

الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم
وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شي من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة: (وألا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي حديث عوف بن مالك: (لا ما أقاموا فيكم الصلاة) الحديث. أخرجهما مسلم. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع- قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. أخرجه أيضا مسلم.
(الجامع لأحكام القرآن: 1/271 ط. دار الكتب المصرية: 1384)

ইমাম ফাসেক হয়ে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে সে অপসারিত হয়ে যাবে, এবং প্রকাশ্য ও সুবিদিত ফিসকের কারণে তাকে অপসারণ করতে হবে, ... আর অন্যান্য আলেমদের মতে ইমাম অপসারিত হবে না, যতক্ষণ না সে কুফরে লিপ্ত হয় কিংবা নামায পরিত্যাগ করে, অথবা নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয়, কিংবা শরিয়তের কোন বিধান কায়েম করা ছেড়ে দেয়। কেননা উবাদা বিন সামেতের সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বাইয়াত নিয়েছেন, আমরা আমিরদের সাথে ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ করবো না, তবে

যদি তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। আউফ বিন মালিকের সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করবে ততদিন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। ইমাম মুসলিম উল্লিখিত হাদিসদ্বয় বর্ণণা করেছেন। উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এমন কিছু লোককে তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হবে যাদের কিছু কাজ তোমাদের কাছে ভালো মনে হবে আর কিছু কাজ মন্দ মনে হবে, (অর্থাৎ ভালো-মন্দ সব কাজই করবে), সুতরাং যে তাদের (মন্দ কাজগুলোকে) অপছন্দ করবে সে মুক্তি পাবে, আর যে প্রতিবাদ করবে সেও মুক্তি পাবে, কিন্তু যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, এবং সহযোগিতা করবে সে মুক্তি পাবে না। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, আমরা কি এমন আমিরদের সাথে যুদ্ধ করবো না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা নামায পড়বে ততদিন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। ... এই হাদিসটিও ইমাম মুসলিম বর্ণণা করেছেন। -তাফসীরে কুরতুবী, ১/২৭১

৭. তাফসীরে বাইযাবীর লেখক ইমাম বাইযাবী রহিমাহুল্লাহ

(মৃ: ৬৮৫ হি.) ‘তুহফাতুল আবরার’ নামে ইমাম বাগাভী রচিত হাদিসের কিতাব ‘মাসাবীহুস সুন্নাহ’র একটি ব্যাখাগ্রন্থ রচনা করেছেন, এ কিতাবে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখায় তিনি বলেন,

وإنما مُنع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين، وعنوان الإسلام، والفاروق بين الكفر والإيمان، حذرا من هيج الفتن واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نكرهم والمصابرة على ما ينكرون منهم. (تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: 2/546. ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: 1433 هـ)

নামায হলো দ্বীনের ভিত্তি, ইসলামের পরিচায়ক ও ঈমান-কুফরের মাঝে পার্থক্য, তাই যতদিন পর্যন্ত শাসকরা নামায কায়েম করে ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করলে ফিতনা হবে এবং লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। -তুহফাতুল আবরার, ২/৫৪৬

7. আল্লামা ত্বীবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৭৪৩ হি.) মেশকাত শরিফের ভাষ্যগ্রন্থ ‘আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনানে’ বলেন,

وأجمعوا على أن الإمامةَ لا تنعقدُ لكافر ولو طرأ عليه الكفرُ انعزل، وكذا لو ترك إقامةَ الصلوات والدعاء إليها. (الكاشف عن حقائق السنن: ص: 2560 مكتبة نزار مصطفى الباز. المكة المكرمة)

আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হবে যাবে। এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় তাহলেও। - আলকাশেফ আন হাকায়িকিস *সুনান, পৃ: ৮/২৫৬০

৯. শাফেয়ী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম হাফেয ইবনুল মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮০৪ হি.) সহিহ বুখারীর শরাহ ‘আততাওযীহ’তে বলেন,

وفي هذِه الأحاديث حُجَّةٌ في ترك الخروج على أئمة الجَوْر ولزومِ السمع والطاعة لهم، والفقهاء يجمعون على أن الإمام المتغلِّبَ طاعتُه لازمةٌ ما أقامَ الجماعاتِ والجهادَ. (التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 32/282 ط. دار النوادر: 1429 ه.)

যালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা এবং তাদের কথা

শোনা ও আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার প্রমাণ এ হাদীস সমূহে বিদ্যমান রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্য ততদিন আবশ্যক, যতদিন তারা নামাযের জামাত এবং জিহাদ কায়েম রাখে। -আততাওযীহ, ৩২/২৮২

তিনি আরো বলেন

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». احتجَّ بهذا الحديث الخوارجُ، فرأوا الخروجَ على أئمة الجَوْر والقيامَ عليهم عندَ ظُهُور جَوْرِهِم، والذي عليه جُمهُور الأئمة المنعُ، إلا بكفرهم بعد إيمانهم أو تركِهم إقامةَ الصلواتِ. (التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 18/66)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইমামের আনুগত্য ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে কোন অন্যায় কাজের আদেশ দেয়। যদি সে কোন অন্যায় কাজের আদেশ দেয় তাহলে তার কোন আনুগত্য নেই'। এ হাদীস দ্বারা খারেজীরা দলিল দিয়ে থাকে, ফলে তারা জালেম শাসক থেকে জুলুম প্রকাশ পেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাকে অপসারণ করা জায়েয মনে করে। তবে জুমহুরের মত হলো

তা না করা, তবে হাঁ, তারা যদি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে অথবা নামায কায়েম করা ছেড়ে দেয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। -আততাওযীহ, ১৮/৬৬

১০. হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুল মালাক রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৫৪ হি.) 'মাসাবীহুস সুন্নাহ'র শরাহ 'শরহুল মাসাবীহ'তে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখায় বলেন,

قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة" منعه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما داموا مُقِيمي الصلاة الفارقةِ بين الإيمان والكفر، يحذر هيجان الفتنة التي هي أشد من المصابرة على ما ينكر منهم، وفيه دليل على عدم انعزال الإمام بالفسق. (شرح المصابيح لابن ملك: 4/246 ط. إدارة الثقافة الإسلامية: 1433 هـ)

শাসকরা যতদিন পর্যন্ত ইমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী নামায কায়েম করে ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কেননা এক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করলে ফিতনা হবে এবং লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। এই হাদিস প্রমাণ করে ফিসকের কারণে ইমাম অপসারিত হবে না। -শরহুল মাসাবীহ, ৪/২৪৬

১১. মোল্লা আলী ক্বারী রহ. উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখায় (মৃ: ১০১৪ হি.) বলেন,

أي أفلا نعزلهم ولا (قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم) نطرح عهدهم ولا نحاربهم (عند ذلك) أي إذا حصل ما ذكر قال: لا) أي لا تنابذوهم (ما أقاموا فيكم الصلاة) أي مدة) إقامتهم الصلاة فيما بينكم ; لأنها علامة اجتماع الكلمة في الأمة، قال الطيبي: فيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة وأن تركها موجب لنزع اليد عن الطاعة كالكفر على ما سبق في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا. (مرقاة المفاتيح: 6/2396 ط. دار الفكر: 1423)

রাবী বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সময় আমরা কি তাদেরকে সরিয়ে ফেলব না, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ছুড়ে ফেলব না, এবং তাদের সাথে লড়াই করব না? তিনি বললেন না, অর্থাৎ যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে ততক্ষণ তা করো না। কেননা এটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় থাকার প্রমাণ বহন করে। আল্লামা ত্বীবী বলেন, উক্ত হাদীসে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের বিষয়টি অনেক গুরুতর এবং শাসক নামায না পড়লে তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে ফেলা আবশ্যক হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি কুফরি প্রকাশ পাওয়ার মতো। যেমনটি উবাদা বিন ছামেতের ‘তবে যদি

তোমরা কুফরি দেখ’ শীর্ষক হাদীসে গত হয়েছে। - মিরকাতুল মাফাতীহ, ৬/২৩৯৬

১২. হিন্দুস্তানের অন্যতম আলেম শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১০৫২ হি.) মিশকাত শরিফের ভাষ্যগ্রন্থ ‘লামাআতুত তানকীহ’তে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখায় বলেন,

وقوله: (أفلا ننابذهم) بالسيف، وفي المشارق: أي: ندافعهم
إذا رميته :ونباعدهم بالقتال، انتهى. وفي (مجمع البحار): نبذته
وأبعدته، أي: نقاتلهم. وقوله: (لا) أي: لا تنابذوهم ما أقاموا
الصلاة، وفيه أن ترك الصلاة موجب لمنابذتهم، ونزع اليد من
طاعتهم؛ لأن الصلاة عماد الدين، والفارق بين الكفر والإيمان
بخلاف سائر المعاصي، وفيه تشديد وتهديد عظيم على ترك
(هـ 1435 :الصلاة. (لمعات التنقيح: 6/454 ط. دار النوادر

সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা নামায কায়েম করবে ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। এ হাদিস প্রমাণ করে, নামায ছেড়ে দেওয়ার কারণে শাসকদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের আনুগত্য পরিহার করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কেননা নামায হলো দ্বীনের ভিত্তি এবং ঈমান-কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী বিষয়। কিন্তু অন্যান্য গুনাহের বিষয়টা নামাযের মত নয়। (তাই অন্যান্য

গুনাহের কারণে ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। হাদিস থেকে নামাযের গুরুত্ব ও নামাযের পরিত্যাগের ভয়াবহ পরিণতি বুঝে আছে। -লামাআতুত তানকীহ, ৬/৪৫৪

১৩. ইমাম নববীর অমরগ্রন্থ 'রিয়াযুস সালিহিন' আমরা সবাই চিনি। মুহাক্কিক আলেমদের নিকট এ কিতাবের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শরাহ হলো আল্লামা ইবনে আল্লান দিমাশকী শাফেয়ী রহ. (মৃত্যু ১০৫৭ হি.) রচিত 'দালিলুল ফালিহীন', এ কিতাবে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন-

(قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم) أي أنطيعهم على سوء وصفهم المذكور، فلا ننابذهم، أي نخالفهم بترك الطاعة لهم (قال: لا) أي: لا تنابذوهم (ما) مصدرية ظرفية (أقاموا فيكم الصلاة) أي مدة إقامتهم لها فيكم، وفيه دليل تعظيم الصلاة. ويؤخذ منه: أن ترك إقامة الصلاة كالكفر البواح لقوله في حديث عبادة: «لا إلا أن تروا كفرا بواحا». وقد تقدم في باب الأمر بالمعروف، وكذا تقدم فيه من حديث أم سلمة: «قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». رواه مسلم، وبه يتبين تفسير ننابذهم في حديث الباب، لأن تفسير السنة بالسنة أولى، وفي المصباح: نابذته الحرب: كاشفته إياها

وجاهرته بها. (دليل الفالحين :5/124 ط. دار المعرفة: 1425 هـ)

হে আল্লাহর রাসূল তারা এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কি আমরা তাদের আনুগত্য করবো, না কি তাদের আনুগত্য পরিহার করে তাদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে তোমরা তাদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ো না। এ হাদীস থেকে নামাযের গুরুত্ব বোঝা যায়। এথেকে এও বোঝা যায় যে, নামায প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দেওয়া কুফরে বাওয়াহের মতই। কেননা উবাদা রাযি. এর হাদীসে এসেছে ‘ততক্ষণ কিতাল করবে না, যতক্ষণ না কুফরে বাওয়াহ দেখতে পাবে’। আমর বিল মারুফের অধ্যায়ে এই হাদিসটি গত হয়েছে এবং সেখানে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসটিও অতিবাহিত হয়েছে, ‘সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা নামায কায়েম করবে ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না’ সহিহ মুসলিম। এই হাদিস দ্বারা বুঝে আসে, আমাদের আলোচ্য হাদিসে منابذة (দ্বন্দ্ব) দ্বারা যুদ্ধ উদ্দেশ্য। কেননা হাদিসের ব্যাখা হাদিস দ্বারা করাই উত্তম। -দালিলুল ফালিহীন, ৫/১২৪

১৪.যে সকল কারণে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব-২)

গত পর্বে আমরা নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিহ হওয়ার ব্যাপারে সহিহ হাদিস ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরেছি, এ পর্বে কিছু সংশয়ের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো সংশয়টা হলো, উবাদা বিন সামেতের হাদিসে তো শাসকের পক্ষ থেকে কুফরী প্রকাশ পাওয়া ব্যতীত বিদ্রোহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর নামায ছেড়ে দেওয়া হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী তো কুফরী নয়, তাহলে কিভাবে নামায তরকের কারণে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা হবে?

এর উত্তর হলো, নামায পরিত্যাগ করা কুফর না হলেও কুফরের আলামত বা নিদর্শন। কুফরের বিষয়টি যেহেতু একটু জটিল, আর শরিয়তের মূলনীতি হলো, শরিয়ত তার বিধিবিধানের ভিত্তি সুক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের উপর না রেখে সুস্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য বিষয়ের উপর রাখে, তাই শরিয়ত নামায তরক করাকে শাসকের কুফরের আলামত ধরে নিয়ে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের আদেশ দিয়েছে।

উপরে আমরা উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখায় ইমাম বাইযাবী, ইবনে মালাক ও শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর যে বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে এ বিষয়টি খুব সহজেই বুঝে আসে, কেননা তারা সকলেই নামায তরক করাকে কুফরীর আলামত হিসেবে গণ্য করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এর পবিত্র সীরাতেও আমরা এর নযীর দেখতে পাই, আনাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. (صحيح البخاري: 610 صحيح مسلم: (382)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শত্রুর উপর) ভোরবেলা অতর্কিতে আক্রমণ করতেন। (তবে) তিনি (আক্রমণের পূর্বে) আযান শোনার জন্য মনোযোগ সহকারে অপেক্ষা করতেন, যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন, নতুবা আক্রমণ করতেন। সহিহ বুখারী, ৬১০ সহিহ মুসলিম, ৩৮২

হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৫২ হি.) বলেন,
قال الخطابي: فيه أن الأذان شعار الإسلام، وأنه لا يجوز تركه،

ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه.
((فتح الباري: 2/90 ط. دار الفكر

খাত্তাবী রহ, বলেন, এই হাদিস প্রমাণ করে, আযান ইসলামের শিয়ার বা নিদর্শন। সুতরাং যদি কোন ভূখন্ডের অধিবাসীরা সকলে মিলে আযান ছেড়ে দেয় তাহলে মুসলিম শাসকের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হয়ে যাবে। - ফাতহুল বারী, ২/৯০

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করা না করার ভিত্তি ইসলামের আলামত অর্থাৎ আযান শোনা বা না শোনার উপর রাখছেন, অথচ এখানে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, যারা আযান দিচ্ছে না তারা নওমুসলিম হওয়ার কারণে আযান শিখতে পারেননি। যেমনিভাবে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তারা মুসলিম না হয়ে শুধুমাত্র মুসলমানদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আযান দিচ্ছে। এই বিষয়টিই হাফেয ইবনে হাযার তুলে ধরেছেন, তিনি হাদিসের ব্যাখায় বলেন,
وفيه دلالة على الحكم بالدليل لكونه كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. (فتح الباري: 6/112 ط. دار الفكر)

হাদিসে দলিল ও আলামত দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত করার প্রমাণ রয়েছে, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

শুধুমাত্র আযান শোনার দ্বারাই যুদ্ধ হতে বিরত থেকেছেন। - ফাতহুল বারী, ৬/১১২

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, সফরে নামায কসর করার বিধান। মূলত সফরের কষ্টের কারণে সফরে নামায কসর করার বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কষ্টের বিষয়টি যেহেতু দূর্বোধ্য ও আপেক্ষিক, কারো কাছে একটি বিষয় কষ্টকর হলেও অন্যের জন্য তা একেবারেই সহজ, তাই শরিয়ত কসরের ভিত্তি কষ্টের উপর না রেখে নির্দিষ্ট দূরত্বের সফরের উপর রেখেছে, যা একটি সুস্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য বিষয়, তাই এখন শরয়ী সফর (প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার) করলেই মানুষ কসর করতে পারবে, যদিও এই সফর অত্যাধুনিক ও আরামদায়ক বাহনে কোন কষ্ট ছাড়াই হয়। - দেখুন, মাবসুতে সারাখসী, ১৭/১৫৬ দারুল মা'রেফা, ১৪১৪ হি.; কাশফুল আসরার, ইমাম আব্দুল আযীয বুখারী ৩/৪৬৮ দারুল কুতুব, ১৪১৮ হি.। শরিয়তে এর অসংখ্য নযির রয়েছে, উদাহরণস্বরুপ কিছু নযির উল্লেখ করলাম, আরো নযির জানার জন্য দেখুন, হেদায়া, ১/১৯-২০, দারু ইহইয়াউত তুরাস, এবং হেদায়ার শরাহ ইনায়া ১/৬৪ দারুল ফিকর; আলমুহিতুল বুরহানী, ১/৭৪ দারুর কুতুব, ১৪২৪ হি. এবং বাজলুল মাজহুদ, ২/১৩২ মারকাযুশ শায়েখ আবুল হাসান, ১৪২৭ হি.; ফাতহুল কাদির, ১/১০৭, দারুল ফিকর;

আলইখতিয়ার, ৪/১২৯ মাতবাআতুল হালাবী, ১৩৫৬ হি.; তাবয়ীনুল হাকায়িক, ৩/৩৩; তুহফাতুল ফুকাহা, ২/৩৩২, দারুল কুতুব, ১৪১৪; আলওয়াশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ: ২৫৫ মাজমাউল আনহুর, ১/৬০ দারু ইহইয়াউত তুরাস এবং রদ্দুল মুহতার, ১/৩৩১ দারুল ফিকর, ১৪১২ হি.)

এ হলো, উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য, কিন্তু থানভী রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের এমন ব্যাখা করেছেন, যার দ্বারা হাদিসের কোন ফায়দাই বাকী থাকে না, তিনি বলেন,

حديث ثاني ميں ترك صلاة اُس زمانه ميں كفر هي كي علامت تهي، پس اس كا حاصل كفر ہی ہوا (امداد الفتاوی: مکتبہ دار العلوم كراچي: 1431 ھ .5/127 ط)

'হাদিসে নামায পরিত্যাগকারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে, কেননা রাসূলের যমানায় নামায তরক করা কুফরের আলামত ছিল। সুতরাং 'যতদিন পর্যন্ত শাসক নামায পড়বে ততদিন তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করবে না' এর অর্থ এটাই যে যতদিন সে মুসলমান থাকবে ততদিন তার বিপক্ষে যুদ্ধ করবে না। -ইমদাদুল ফাতওয়া, ৫/১২৭

এরপর তিনি সেই যমানায় নামায তরক করা যে কুফরের আলামত ছিল এর স্বপক্ষে নিচের হাদিসগুলো উদ্ধৃত করেন,

جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». رواه مسلم: (82)

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». رواه الترمذي: (2621) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي: (2622)

জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের মাঝে এবং কুফর ও শিরকের মাঝে প্রতিবন্ধক হলো নামায তরক করা। -সহিহ মুসলিম, ৮২

আবু মুসা আশআরী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাদের মাঝে ও

কাফেরদের মাঝে পার্থক্য হলো, নামায। সুতরাং যে নামায ছেড়ে দিবে সে কাফের হয়ে যাবে। জামে তিরমিযি, ২৬২১ ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

আব্দুল বিন শাকিক বলখী রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল তরক করাকে কুফরী মনে করতো না। - জামে তিরমিযি, ২৬২২

কিন্তু থানভী রহিমাহুল্লাহুর এই বক্তব্যের উপর আমাদের পাঁচটি আপত্তি রয়েছে,

১. নামায তরক করা শুধু রাসূলের যমানায় কুফরের আলামত হবে কেন, রাসূলের হাদিস কি শুধু তার যমানার জন্যই, না কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিম উম্মাহর জন্য? উপরে ইমাম বাইযাবী, ইবনে মালাক ও শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর যে বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি, তারা সকলেই নামাযকে ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী ও নামায তরক করাকে কুফরীর আলামত হিসেবে গণ্য করেছেন, তাদের এই বক্তব্যের ভিত্তি যে, থানভী রহিমাহুল্লাহুর উল্লেখ করা হাদিসগুলো তা সহজেই বোধগম্য।

২. উপরে আমরা যে আলেমদের বক্তব্য নকল করেছি থানভী রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য তাদের বক্তব্যের বিপরীত, বরং যেহেতু ইমাম কুরতুবী ও অনেকেই নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন এবং থানভী রহিমাহুল্লাহুর পূর্বে কোন আলেম 'নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষেও যুদ্ধ করা যাবে না' একথা বলেননি, তাই বলা যায় থানভী রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য শরিয়তের দলিল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের বক্তব্যের পরিপন্থী একটি শায ও বিচ্ছিন্ন মত।

৩. থানভী রহিমাহুল্লাহ হাদিসের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা তার পূর্বের একাধিক আলেম স্পষ্টরুপে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী বলেন,

«وقوله: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامها وداموا على ذلك وأظهروه، وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الإسلام، ... والأوَّل أظهر. (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 4/66 ط. دار ابن كثير: 1417 هـ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যতদিন তারা নামায কায়েম করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না,

এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যতদিন তারা নির্ধারিত নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়, নিয়মিত প্রকাশ্যে নামায আদায় করবে, ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের অর্থ হলো, যতদিন তারা ইসলামের উপর থাকবেন ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। .... কিন্তু হাদিসের প্রথম অর্থটিই বেশি স্পষ্ট। -আলমুফহিম, ৪/৬৬

ইমাম ইবনে রসলান শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৪৪ হি.) ও সুনানে আবু দাউদের শরাহ ‘শরহু সুনানি আবী দাউদে’ হুবহু একই কথা বলেছেন, তার ইবারত দেখুন,

قيل: يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟) لفظ مسلم: قالوا: يا رسول)
أفلا نقاتلهم؟) :الله، ألا نقاتلهم؟ وكذا (قال) سليمان (ابن داود
على فعل ذلك (قال: لا ما صلوا) الصلوات الخمس. أي: ما
أقاموا فيكم الصلاة المعهودة بحدودها وأحكامها وأظهروا فعلها.
والأول أظهر. ...ما داموا على كلمة الإسلام، :وقيل: معناه
ط: دار الفلاح: 18/377 :(شرح سنن أبي داود لابن رسلان
(1437 هـ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যতদিন তারা নামায কায়েম করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না,

এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যতদিন তারা নির্ধারিত নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়, নিয়মিত প্রকাশ্যে নামায আদায় করবে, ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের অর্থ হলো, যতদিন তারা ইসলামের উপর থাকবেন ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। ... কিন্তু হাদিসের প্রথম অর্থটিই বেশি স্পষ্ট। -শরহু সুনানি আবী দাউদ, ১৮/৩৭৭

৪. থানভী রহিমাহুল্লাহ হাদিসের যে ব্যাখা করেছেন, এর দ্বারা হাদিস থেকে নতুন কোন ফায়েদা পাওয়া যায় না, বরং এই হাদিস ও উবাদা বিন সামেতের হাদিস একই অর্থবোধক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আমরা হাদিসের যে ব্যাখা করেছি, সে অনুযায়ী দুটি হাদিসই নতুন নতুন ফায়দা দেয়। অর্থাৎ কুফর ও নামায তরক উভয় কারণেই শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের আদেশ বুঝে আসে। আর উসূলে ফিকহের মূলনীতি হলো, التأسيس أولى من التأكيد لأن الإفادة خير من الإعادة অর্থাৎ দুটি নসের এমন ব্যাখা করা যে, সে দুটি একই অর্থে হয়ে যায় এবং একটি অপরটির তাকীদ হয়, এরচেয়ে এটাই উত্তম যে, নসদুটির এমন ব্যাখা করা হবে যার দ্বারা উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেয় এবং তা থেকে নতুন নতুন ফায়েদা পাওয়া যায়। (দেখুন, কাশফুল আসরার,

ইমাম আব্দুল আযীয বুখারী, ৩/১৪৮ দারুল কুতুব; তাইসীরুত তাহরীর, আমীর বাদশা, পৃ: ৩৫৯ দারুল বায; আলকুল্লিয়্যাত, আবুল বাকা কাফাভী হানাফী, পৃ: ১০৬৫ মুয়াসসাসাতুল রিসালাহ, ১৪১৯ হি.; শরহুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যাহ, আহমদ যারকা, পৃ: ৩১৫ দারুল কলম, ১৪০৯ হি.; আলইহকাম ফি উসূলিল আহকাম, ইমাম আবুল হাসান আমিদী, ৩/২৫-২৬, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪২৬ হি.; আলবাহরুল মুহিত, ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী, ১/১১৪ দারুল কুতুব, ১৪২১ হি.; ফাতহুল কাদীর, ৮/১৭৫ দারুল ফিকর)

৫. সবচেয়ে বড় কথা হলো, থানভী রহিমাহুল্লাহ হাদিসের এই অর্থ করেছেন, পূর্বে উল্লিখিত উবাদা বিন সামেত থেকে বর্ণিত, 'তবে যদি তোমরা স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও' শীর্ষক হাদিসের কারণে, কেননা এ হাদিসের বাহ্যিক বিবরণ থেকে বুঝে আসে, কুফর ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা যায় না। কিন্তু খোদ থানভী রহিমাহুল্লাহুই আলোচনার ধারাবাহিকতায় একটু পরে গিয়ে বলেছেন, 'ইসলামের পরিপন্থী কানুন তৈরী করে মানুষকে গুনাহে বাধ্য করা কুফরের হুকুমে, তাই কোন শাসক এরকম কানুন তৈরী করলে তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে'। (এ বিষয়ে তার পূর্ণ ইবারত সহ বিস্তারিত আলোচনা আমরা দ্বিতীয় পর্বে

করবো ইনশাআল্লাহ) এবং টীকায় এ মতের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে তিনি বলেন,

چنانچه فقهاء كا أذان وختان كے (جو كه سنن ميں سے هيں) ترك عام كو استخفاف دين يا موجب محاربۂ تاركين فرمانا صريح دليل هے ايسے عموم كے بحكم كفر هونے كي- ملاحظه هو در مختار و رد المحتار باب الأذان ومسائل شتى حكم الختان - 12- أشرف علي-

‘আযান ও খতনা সুন্নতে মুয়াক্কাদা হওয়া সত্ত্বেও ফুকাহায়ে কেরাম আযান ও খতনা ব্যাপকভাবে ছেড়ে দেওয়াকে দ্বীনকে গুরুত্বহীন মনে করার দলিল গণ্য করেছেন এবং যারা এবিষয়গুলো ব্যাপকভাবে ছেড়ে দিবে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলেছেন, এটা প্রমাণ করে যে কানুনের মাধ্যমে মানুষকে ব্যাপকভাবে গুনাহে বাধ্য করা কুফরীর হুকুমে’। -ইমদাদুল ফাতাওয়া, -৫/১৩০

তো প্রশ্ন হলো, যদি ব্যাপকভাবে আযান বা খতনা ছেড়ে দেওয়া এবং ইসলামের পরিপন্থী আইন করে মানুষকে গুনাহে বাধ্য করা কুফরীর হুকুমে হতে পারে, তাহলে নামায তরক করা কেন কুফরীর হুকুমে হতে পারবে না, অথচ পূর্বে উদ্ধৃত আলেমদের বক্তব্যে আমরা দেখেছি, আল্লামা ত্বীবী, মোল্লা আলী কারী ও ইবনে আল্লান রহিমাহুমাল্লহ সবাই

নামায তরককে كالكفر অর্থাৎ কুফরের মত বা কুফরের হুকুমে ধরেছেন।

আল্লামা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমও থানভী রহিমাহুল্লাহুর মতটিই গ্রহণ করেছেন, তিনি এর স্বপক্ষে কাযী ইয়াযের নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন,

معنى: «ما صلوا» ما داموا على الإسلام، فالصلاة إشارة إلى ذلك. (تكملة فتح الملهم: 3/293 ط. دار إحياء التراث العربي)

রাসূলের বাণী, ‘যতদিন তারা নামায পড়ে’ অর্থাৎ যতদিন তারা ইসলামের উপর বাকী থাকে, নামাযের কথা বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে’। -তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/২৯৩

কিন্তু পূর্বে আমরা দেখেছি, কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. وذهب بعض البصريين إلى أنها تنعقد لها وتستديم على التأويل، فإذا طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغيير شرع أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب

6/246 :إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك. (إكمال المعلم
ط. دار الوفاء: 1419 ه.)

উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ‘আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ‘আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা’বিলকারী। অতএব শাসক যদি এজাতীয় কাজগুলোর কোন একটি, যেমন, কুফর, শরীয়া পরিবর্তন অথবা বিদ‘আতে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। -ইকমালুল মু’লিম, ৬/২৪৬

তো এখানে আমরা দেখছি, কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ

সুস্পষ্টরূপে বলছেন, শাসকের থেকে কুফর, নামায তরক, শরিয়ত পরিবর্তন ইত্যাদি কাজ প্রকাশ পেলে তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর ইলমের সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, কোন বক্তব্য অপর (চাই তা কুরআন-সুন্নাহর বাণী হোক বা কোন আলেমের বক্তব্য) বক্তব্যের বিরোধী হয়ে গেলে যেটা মুহকাম বা দ্ব্যার্থহীন সেটা অনুযায়ী আমল করা হবে, আর যে বক্তব্য মুতাশাবিহ বা দ্ব্যার্থবোধক সেটাকে মুহকামের সাথে মিলিয়ে এমনভাবে ব্যাখা করা হবে যেন দুই বক্ত্যেবের মাঝে কোন বিরোধ না থাকে, পরিভাষায় একে رَدُّ الْمُتَشَابِه إِلَى الْمُحْكَم (মুতাশাবিহকে মুহকামের দিকে ফিরানো, মুহকাম অনুযায়ী ব্যাখা করা) বলা হয়। -(দেখুন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত, ৭; আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস, ২/২৮২ দারু ইহইয়াউত তুরাস ১৪০৫ হি.; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৩৬৫ দারু তাইয়েবাহ, ১৪১৯ হি.; বাদায়েউস সানায়ে’ ১/২১ দারুল কুতুব, ১৪০৬ হি.; বাহরুল রায়েক, ১/২৫৯ দারুল কিতাবিল ইসলামী; ই’লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, ৪/৫৮ দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২৩ হি.; ফাতহুল বারী, ইবনে রজব, ৭/২৪০ মাকতাবাতুল গুরাবা আলআছারিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.) সুতরাং এই উসুলের আলোকে আমরা বলতে পারি, কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ যে নামায তরক করাকে কুফরের দিকে ইশারা করেছেন এর অর্থ হলো, নামায তরক করা কুফরের আলামত, তাই যেভাবে

কুফরী পাওয়া গেলে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তেমনিভাবে নামায তরক করলেও শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আর যদি কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্যের যে অর্থ তাকী উসমানী সাহেব বুঝেছেন, সেটাই সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলেও এটা নামায পরিত্যাগকারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ না করার তেমন কোন দলিল হতে পারে না। কেননা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী ও ইবনে রাসলান রহিমাহুমাল্লাহ হাদিসের এই অর্থকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং হাদিসের স্বাভাবিক অর্থকেই প্রাধাণ্য দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য আবারও একটু দেখে নিন,

«وقوله: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامها وداموا على ذلك وأظهروه، وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الإسلام، ... والأوَّل أظهر. (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 4/66 ط. دار ابن كثير: 1417 هـ وشرح سنن أبي داود لابن رسلان: 18/377) ط: دار الفلاح: 1437 هـ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যতদিন তারা নামায কায়েম করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না, এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যতদিন তারা নির্ধারিত

নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়, নিয়মিত প্রকাশ্যে নামায আদায় করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের অর্থ হলো, যতদিন তারা ইসলামের উপর থাকবেন ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। ... কিন্তু হাদিসের প্রথম অর্থটিই বেশি স্পষ্ট। -আলমুফহিম, ৪/৬৬; শরহু সুনানি আবী দাউদ, ১৮/৩৭৭

চলবে ইনশাআল্লাহ

প্রথম পর্বের লিংক
https://dawahilalallah.com/showthread....76;-&%232535;)

১৫.যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব- ৩ শরিয়তের বিধান পরিবর্তন)

পর্ব -৩ বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ

গত দুই পর্বে আমরা নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধের বিধান বর্ণণা করেছি, এই পর্বে ইনশাআল্লাহ মুসলিম

নামধারী যে শাসকরা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান নিয়ে আলোচনা করবো, এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে বিধান পরিবর্তন শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে দলিল-প্রমাণ পেশ করা, বাকী এ কাজটা কুফর কি না? আলেমগণ এমন শাসককে কাফের বলেছেন কি না? এ ব্যাপারে আমরা এ প্রবন্ধে কোন আলোচনা করবো না।

ফতোয়া: যে শাসক কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ শাসন করে না। বরং কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে -তাকে কাফের-মুরতাদ বলা হোক না হোক সর্বাবস্থায়- তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ফরয।

ফতোয়ার দলিল:-

এক. কুরআন থেকে বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ ফরয হওয়ার দলিল-

প্রথম দলিল :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (سورة البقرة: 278)

হে ইমানদারগণ, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং (লোকদের নিকট এখনোও) তোমাদের যে সুদ পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও। -সুরা বাকারা, ২৬৮

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন,

هذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك الربا. فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا. والربا هو آخر ما حرمه الله وهو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيرا من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار.

وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة، والزكاة، أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش، أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا، أو الميسر، أو عن الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الإسلام، فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله ... (مجموع الفتاوى: 28 : 544 – 545 ط. مجمع فهد لطباعة المصحف الشريف: 1416هـ)

.

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তায়েফবাসীর ব্যাপারে, যখন তারা ইসলামগ্রহণ করে এবং নামায-রোযাও পালন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা সুদভিত্তিক লেনদেন ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দেন যে, যদি তারা সুদী মুয়ামালা পরিত্যাগ না করে তাহলে তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। অথচ সুদকে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষে নিষিদ্ধ করেছেন এবং সুদ অন্যের সন্তুষ্টক্রমেই নেওয়া হয়। সুতরাং যদি সুদগ্রহণকারীরাই আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ ওয়াজিব হয়ে যায়, তাহলে তাতারদের মত যারা শরিয়তের অনেক বা অধিকাংশ বিধান পালনে অস্বীকৃতি জানায় তাদের কথা তো বলাইবাহুল্য।

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন সংঘবদ্ধ দল ইসলামের প্রকাশ্য ও স্বতস্বিদ্ধ কোন বিধান ত্যাগ করে, তবে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যক। এমনকি যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্যও দেয় কিন্তু নামায, রোযা, হজ, যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকে কিংবা নিজেদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রয়োগে অস্বীকৃতি জানায়, মদ, জুয়া, সুদ, যিনা, মাহরামকে বিবাহ করা,

অন্যায়ভাবে কারো জান-মাল নষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়কে নিষিদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়, কিংবা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ওদের উপর জিযিয়া আরোপ করা থেকে বিরত থাকে তবে এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যতক্ষণ না শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। -মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫৪৪-৫৪৫

দ্বিতীয় দলিল:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. (سورة التوبة : 29)

তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবদের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে না, এবং সত্যদিনের অনুসরণ করে না, যতক্ষণ না তারা লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে নিজ হাতে জিযয়া প্রদান করে। -সুরা তাওবা, আয়াত, ২৯

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. বলেন,

اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب إذا كانوا موصوفين بصفات أربعة ، وجبت مقاتلتهم إلى أن يسلموا، أو إلى أن يعطوا

الجزية.

..... فالصفة الأولى : أنهم لا يؤمنون بالله

..... والصفة الثانية : من صفاتهم أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر

الصفة الثالثة : من صفاتهم قوله تعالى : {وَلاَ يُحَرِمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ} وفيه وجهان : الأول : أنهم لا يحرمون ما حرم في القرآن وسنة الرسول . والثاني : قال أبو روق : لا يعملون بما في التوراة والإنجيل، بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم.

الصفة الرابعة : قوله : {وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحق مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب}

تفسير الرازي: 16 : 25 ط. دار إحياء التراث العربي: 1420 (هـ).

আল্লাহ তায়ালা আয়াতে বলছেন, আহলে কিতাবরা চারটা অপরাধে অপরাধী হওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে গেছে,

এক. তারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখে না ....

দুই. শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে না .....

তিন. "আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে না"। এর দুটি ব্যাখা হতে পারে,

ক. তারা কুরআন-সুন্নাহয় নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে না।

খ. তারা তাওরাত-ইনজীলের বিধান অনুযায়ী আমল করে না। বরং তারা সেগুলোকে বিকৃত করেছে এবং নিজেরা মনগড়া অনেক বিধান প্রণয়ন করেছে।
চার. তারা সত্যদিনের অনুসরণ করে না। .....

দেখুন, আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধের একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করছেন যে, তারা আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে না এবং নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন আইন তৈরী করে। তাহলে যদি আল্লাহ তায়ালার বিধান না মেনে নিজেদের মনগড়া কিছু বিধানের অনুসরণের কারণে কাফের-মুশরিকদের সাথেই যুদ্ধ করা আবশ্যক হয় তাহলে যে মুসলিম শাসকবর্গ আল্লাহ তায়ালার বিধানকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে কাফের-মুশরিকদের তৈরী বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি ওয়াজিব হবে না?

সাইয়েদ কুতুব রহ. এই বাস্তবতাটি অতি সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি বলেন,

هذه الآية – والآيات التالية لها في السياق – كانت تمهيداً لغزوة تبوك؛ ومواجهة الروم وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب . . وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة؛ وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها

وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع . . القائمة
. فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل
الكتاب؛ إنما ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء
ومثلهم .الأقوام وواقعهم؛ وأنها مبررات ودوافع للأمر بقتالهم
. في هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه كعقيدتهم وواقعهم
.
: وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة
.أولاً : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
.ثانياً : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله
.ثالثاً : أنهم لا يدينون دين الحق
ثم بين في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم
الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين
الحق(في ظلال القرآن: تفسير سورة التوبة، 3 : 1631 ط :
.(دار الشروق: 1412 هـ

এই আয়াত ও এর পরবর্তী আয়াতসমূহ তাবুক যুদ্ধ এবং রোম ও তাদের দোসর আরব খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধের ভূমিকাস্বরুপ অবতীর্ণ হয়েছে। এ থেকে বুঝে আসে, যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে আয়াতে উল্লিখিত অবস্থাগুলো ওদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ... বিষয়গুলো এজন্য উল্লেখ করা হয়নি যে, এগুলো ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত। বরং এগুলো হলো তাদের বাস্তব আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির বিবরণ

এবং তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেওয়ার কারণ বা অনুঘটক। সুতরাং যাদের আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি এরূপ হবে তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।-ফি যিলালিল কুরআন, ৩/১৬৩১

অন্যত্র তিনি বলেন,

إنها مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض، وتحقيق منهجه في حياة الناس؛ ومطاردة الشياطين ومناهج الشياطين؛ وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس، والناس عبيد الله وحده لا يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه .....
إنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض، بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك. ...
ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسلمين، فلم يُسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول:خرجنا ندافع عن وطننا المهدد! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة!
لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر، وحذيفة بن محصن، والمغيرة بن شعبة جميعاً لرستم - قائد جيش الفرس في القادسية -، وهو يسألهم واحداً بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية قبل المعركة:ما الذي جاء بكم؟ فيكون الجواب:الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه، فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه، وتركناه

وأرضه. ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر . (في ظلال القرآن: تفسير سورة الأنفال، 3 : 1440 ؛ وراجع لهذه الحكاية: تاريخ الطبري: 517 - 524 ط. دار التراث: 1387 هـ ؛ البداية والنهاية: 7 : 46 ط. دار إحياء التراث العربي: 1408، هـ ؛ وحياة الصحابة للشيخ العلام يوسف الكاندهلوي: 1 : 257 - 259 ط. مؤسسة الرسالة الأولى، 1420 هـ)

এবিষয়গুলো হলো পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান বাস্তবায়ন, শয়তানের অনুসারী ও তাদের রচিত জীবনবিধান দূরীকরণ এবং যারা মানুষকে গোলাম বানায় তাদের ক্ষমতা ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার কারণ ও প্রেরণা। কেননা মানুষ শুধু আল্লাহর গোলাম, সুতরাং কেউ মানুষকে নিজের মনগড়া বিধিবিধান দ্বারা শাসন করতে পারবে না।

এ বিষয়গুলো হলো মানুষকে মানুষের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দাসত্বের দিকে নিয়ে আসার মাধ্যমে তাকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেওয়ার যৌক্তিকতা ও কারণ। এ যৌক্তিকতা ও প্রেরণা মুসলিম যোদ্ধাদের মনে গেথে গিয়েছিল, তাই তাদের কাউকে যখন প্রশ্ন করা হতো, তোমরা কেন যুদ্ধ করতো এসেছো? তখন তাদের কেউ এ উত্তর দিতো না যে, আমরা মাতৃভূমি রক্ষার

জন্য জিহাদে বের হয়েছি, কিংবা আমাদের উপর রোম-পারস্যের আগ্রাসন রোধ করার জন্য ময়দানে নেমেছি, অথবা রাজ্যবিস্তার ও গণীমত লাভ করার জন্য যুদ্ধে এসেছি।

বরং তাদের সবাই একবাক্যে সেই উত্তরই দিতো যা রিবয়ী বিন আমের, হুযাইফা বিন মিহসন এবং মুগীরা বিন শোবা রাযি. পারস্যের সেনাপতি রুস্তমকে দিয়েছিলেন, সে লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত একজন একজন করে এই তিন মুসলিম দূতকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কেন এসেছো? জবাবে তারা সকলেই বলে, আমরা আল্লাহর আদেশে বের হয়েছি- মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে বের করে আনার জন্য এবং সকল ধর্মের যুলুম-অত্যাচারমূলক বিধান থেকে মুক্ত করে ইসলামের আদল ও ইনসাফভিত্তিক বিধি-বিধানের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য। আল্লাহ তার দ্বীন দিয়ে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা এ দ্বীনগ্রহণ করবে আমরা তাদের ভূমি তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবো, আর যারা (ইসলামগ্রহণ বা জিযিয়া দিয়ে ইসলামের বশ্যতা) গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো, যতক্ষণ না আমরা বিজয় লাভ করি কিংবা শাহাদাত লাভ করতে জান্নাতে পৌঁছতে পারি।– ফি যিলালিল কুরআন,

৩/১৪০ রিবয়ী বিন আমের ও তার সঙ্গী সাহাবীদের ঘটনাটি জানার জন্য দেখুন, তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, ইমাম তবারী, ৫১৭-৫২৪ আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ইবনে কাসীর, ৭/৪৬ হায়াতুস সাহাবা, ইউসুফ কান্ধলবী, ১/২৫৭

সুন্নাহ থেকে দলিল:
প্রথম দলিল:

عن يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين، قال: سمعتها تقول: ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: «إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت - أسود، يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا». رواه مسلم: (1298)

وفي رواية: - قالت - إن أمر عليكم عبد مجدع - قال: أراها قالت - أسود يُقِيْمَ فيكم كتابَ الله فاسمعوا وأطيعوا. أخرجه أبو عوانه في صحيحه (35537100 ،)

وفي رواية : «يأخذكم بكتاب الله». أخرجه أبو عوانه في صحيحه أيضا (7097)

وفي رواية : يا أيها الناس، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. أخرجه أحمد في مسنده: (16649) والترمذي في جامعه (1706)، وقال الترمذي: (هذا حديثٌ حسن صحيح). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: (إسناده صحيح على

شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن يحيى بن حصين وأمه- يعني جدته أم الحصين- لم يخرج لهما سوى مسلم)

وفي رواية : «ما أقام لكم دين الله». أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: (2391) وقال محققه: (إسناده صحيح رجاله ثقات كلهم).

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي(يقودكم بكتاب الله) أي: يأمركم بدين الله ويحكم به. (لمعات التنقيح: 6/449 ط. دار النوادر، 1435 هـ.

وقال الشيخ المباركفوري: قوله : (ما أقام لكم كتاب الله) أي حكمه المشتمل على حكم الرسول. (تحفة الأحوذي5 : 297 ط. دار الكتب العلمية).

ইয়াহইয়া বিন হাসীন বলেন, আমি আমার দাদী থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজ্জে বলতে শুনেছি, যদি কোনো নাক-ঠোঁট কাটা হাবশী গোলামকেও তোমাদের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়, যে তোমাদেরকে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী পরিচালনা করে, তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করবে। -সহিহ মুসলিম, ১২৯৮

মুসনাদে আহমদ ও জামে' তিরমিযির বর্ণণায় এভাবে

এসেছে, “তোমরা তার আনুগত্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর বিধান কায়েম করবে।” -জামে তিরমিযি, ১৭০৬ ; মুসনাদে আহমদ, ১৬৬৪৯

মুসনাদে ইসহাকের বর্ণণায় এভাবে এসেছে, “তোমরা তার আনুগত্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে”। -মুসনাদে ইসহাক, ২৩৯১

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৫৪৪ হি.) উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

قوله: "عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله" أى بالإسلام وحكم كتاب الله، وإن جار. (إكمال المعلم: 6 : 265 ط. دار الوفاء: 1419)

“তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, অর্থাৎ ইসলাম ও কোরআন-সুন্নাহর বিধান দ্বারা পরিচালনা করে, যদিও সে যুলুম করে” (তথাপি তোমরা তার আনুগত্য করো)। -ইকমালুল মু’লিম, ৬/২৬৫

দ্বিতীয় দলিল:

عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر، لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال:
لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على
لأقاتلن من فرق بين الصلاة :الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه
والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا
يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه
قال عمر، رضي الله عنه: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح
صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق». صحيح البخاري:
(20) :(2443) صحيح مسلم

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর যখন আবু বকর খলীফা নিয়োজিত হন এবং আরবরা ব্যাপকভাবে মুরতাদ হয়ে যায় তখন উমর রাযি. বলেন, আপনি কিভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন অথচ (তারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেও কালেমা তো পড়েছে আর) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা কালেমা পড়ে, সুতরাং যে কালেমা পড়বে সে তার জানমাল আমার থেকে নিরাপদ করে নিল, তবে সে ইসলামের কোন হক বিনষ্ট করলে ভিন্ন কথা। আর তার হিসাব তো আল্লাহ তায়ালাই নিবেন। তখন আবু বকর রাযি. বললেন, যারা নামায-রোযার মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবোই, কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ যদি তারা আমাকে একটি রশিও না

দেয় যা তারা রাসুলের নিকট যাকাত হিসেবে প্রেরণ করতো তবুও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। উমর রাযি. বলেন, (আবু বকরের কথা শুনে) আমি বুঝতে পারি আল্লাহ তায়ালা আবু বকরের অন্তরকে যুদ্ধের জন্য খুলে দিয়েছেন, সুতরাং তাঁর মতই সঠিক। -সহিহ বুখারী, ২৪৪৩ সহিহ মুসলিম, ২০

ইমাম নববী রহ. বলেন,

وفيه وجوب قتال ما نعى الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الاسلام قليلا كان أو كثيرا لقوله رضى الله عنه: «لو منعونى عقالا أو عناقا». (شرح النووي على مسلم: 1 : 212 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392 هـ)

এ হাদিস প্রমাণ করে, যারা নামায পড়তে বা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, তেমনিভাবে যারা ইসলামের আবশ্যকীয় বিধানগুলো পালনে অস্বীকৃতি জানাবে তাদেরও একই হুকুম। চাই তা কম হোক বা বেশি, কেননা আবু বকর রাযি. বলেছেন, যদি তারা আমাকে একটা রশি বা একটা বকরীর বাচ্চাও (যাকাত হিসেবে) দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের সাথে আমি যুদ্ধ করবো। -শরহু মুসলিম, ১/২১২

ইমাম বুখারী এই হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب قتل من أبى قبول الفرائض

যারা ফারায়েয কবুল করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের হত্যা করার বিধান। -সহিহ বুখারী, ১২/২৭৫ দারুল মা’রেফা।

এর ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাযার বলেন,

أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أخذت منه قهرا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع، قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده، قال ابن بطال: : مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك. (فتح الباري: 12 275 - 276ط. دار الفكر).

অর্থাৎ যারা ইসলামের আবশ্যকীয় বিধানাবলী পালনে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের হত্যার বৈধতা। মুহাল্লাব বলেন, যদি কেউ ইসলামের কোন ফরয বিধান, যেমন যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে যদি সে যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টিকে স্বীকার করে তাহলে তার থেকে জোরপূর্বক যাকাত উসুল করা হবে, তবে তাকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু যদি যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায় তবে তার সাথে যুদ্ধ করা হবে

যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। ইমাম মালেক মুয়াত্তাগ্রন্থে বলেন, “যদি কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং মুসলমানরা তার থেকে যাকাত নিতে অক্ষম হয়ে যায়, তবে তাদের উপর ওয়াজিব হবে তার সাথে যুদ্ধ করা”, ইবনে বাত্তাল রহ বলেন, ইমাম মালেকের উদ্দেশ্য হলো, যদি যাকাত ফরয হওয়াকে স্বীকার করে যাকাত দিতে অস্বীকার জানায় তাহলে যুদ্ধ করতে হবে, আর এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। -ফাতহুল বারী, ১২/২৭৫-২৭৬

তৃতীয় দলিল:

عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «قَالَ سَلْمَانُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا اقْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ؟ قَالَ: إِذًا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ، قَالَ: نِعْمَ الزُّوَيْدُ: إِذًا أَنْتَ». أخرجه ابن أبي شيبة (30926)

তারেক বিন শিহাব বলেন, সালমান রাযিআল্লাহু আনহু যায়েদ বিন সুহানকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন (আহলে) কুরআন ও শাসকের মধ্যে যুদ্ধ হবে তখন তুমি কি করবে, যায়েদ বললেন, আমি (আহলে) কুরআনের পক্ষ অবলম্বন করবো, সালমান রাযিআল্লাহু আনহু (খুশি হয়ে) বললেন, তাহলে তুমি কতই না উত্তম যায়েদ হবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩০৯২৬

عَن كَعْبٍ، قَالَ: «يَقْتَتِلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ قَالَ: فَيَطَأُ السُّلْطَانُ عَلَى صِمَاخِ الْقُرْآنِ فَلأْيًا بِلأْيِ، وَلأْيًا بِلأي، مَا تَنْفَلَتُنَّ مِنْهُ». أخرجه ابن أبي شيبة: (30927) وأبو عبيد في فضائل القرآن: (132)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার টিকায় শায়েখ আওয়ামা বলেন,

والمعنى - والله أعلم سيكون اقتتال بين أهل القرآن والسلطان، وتكون الغلبة لأهل القرآن، وتكون شدَّةً بشدةٍ، قلَّ ما تنفلتن وتنجون منها. (تعليق الشيخ عوامه على المصنف : 15/562 ط. دار القبلة)

উল্লিখিত আছরটির অর্থ হলো, অচিরেই কুরআনের অনুসারী ও বাদশার অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ হবে, এবং কুরআনের অনুসারীদেরই বিজয় হবে। তবে হবে যুদ্ধ ঘোরতর, তোমাদের কম লোকই তার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবে। - মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ১৫/৫৬২

তিন. বিধান পরিবর্তনকারী শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য:-

১. হানাফী মাযহাবের শীর্ষাস্থনীয় ফকিহ ইমাম তহাবী রহ. বলেন,

سمعت محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي أبا عبد الله يذكر: أن العمري العابد، وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، جاء إلى مالك، فقال له: يا أبا عبد الله، قد نرى هذه الأحكام التي قد بُدِّلَت، أفيسعنا مع ذلك التخلف عن مجاهدة من بَدَّلها، فقال له مالك: إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف عن ذلك، وإن لم يكن معك هذا العدد من أمثالك فأنت في سعة من التخلف عن ذلك، وكان هذا الجواب من مالك أحسن جواب، وإنما أخذه عندنا، والله أعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رويناه: "ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة "، وبالله التوفيق.

(شرح مشكل الآثار: 2/51)

আমি মুহাম্মদ বিন ঈসাকে বলতে শুনেছি, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আলউমরী ইমাম মালেকের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, এই যে আমরা শরীয়তের বিধি-বিধান পরিবর্তন হতে দেখছি, এখন কি আমাদের জন্য বিধান পরিবর্তনকারীদের সাথে জিহাদ না করে বসে থাকা বৈধ হবে? ইমাম মালেক বললেন, যদি তোমার সাথে তোমার মত বারোহাজার লোক থাকে তাহলে তোমার জন্য যুদ্ধ হতে বিরত থাকা বৈধ হবে না। আর যদি না থাকে তাহলে তোমার জন্য জিহাদ না করার অবকাশ রয়েছে। (ইমাম তহাবী বলেন) ইমাম মালেক যে উত্তর দিয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দর, আমাদের ধারণা অনুযায়ী ইমাম মালেক রহ. এই উত্তর দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

হাদিস, “বারোহাজারের বাহিনী সংখ্যাসল্পতার কারণে কখনো পরাজয় বরণ করবে না” এর ভিত্তিতে।

বর্তমান যুগের জিহাদবিরোধী আলেমদের নিকট এসে কেউ উক্ত প্রশ্ন করলে সে নির্দ্বিধায় বলে দিবে, “বিধান পরিবর্তনের কারণে শাসক কাফের হয়ে যায় না। আর কুফর ব্যতীত শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। তাছাড়া জিহাদের জন্য ইমাম প্রয়োজন। আমাদের তো ইমাম নেই।” অথচ ইমাম মালেক এসব কিছুই বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, “তোমার সাথে তোমার মতো বারোহাজার লোকের বাহিনী থাকলে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।” এ থেকে সুস্পষ্টরুপে বুঝে আসে, শক্তি ও সক্ষমতা থাকলে বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। হাঁ, ইমাম মালেক এটাও বলেছেন, বারোহাজার লোক না থাকলে তখন (শক্তি না থাকার কারণে) যুদ্ধ ওয়াজিব হবে না। তবে বিধান পরিবর্তন কারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা বৈধ নয়, যারা করবে তারা খারেজী, এমন কিছুই ইমাম মালেক বলেননি।

পাঠক আরো লক্ষ্য করুন, এখানে ইমাম তহাবী বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে ইমাম মালেকের ফতোয়াকে সমর্থণ করেছেন, তার ফতোয়ার

প্রশংসা করছেন, অথচ ইমাম তহাবী যালেম শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধকে বৈধ মনে করেন না, তিনি তার রচিত আকীদার কিতাবে সুস্পষ্টরূপে বলেছেন,

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. وإن جاروا.
(العقيدة الطحاوية: ص: 24 ط. دار ابن حزم: 1416)

'আমরা শাসক ও গভর্ণরদের বিপক্ষে বিদ্রোহকে বৈধ মনে করে না। যদিও তারা যুলুম করে। -আলআকীদাতুত তহাবীয়্যাহ, পৃ: ২৪

এ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, যালেম শাসকের হুকুম আর বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের হুকুম এক নয়, যালেম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে যে সব হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে তা বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়।

পাঠক যদি এর সাথে ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর এই কর্মনীতি যুক্ত করেন যে, "তিনি কোন মাসয়ালায় ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য না পেলে ইমাম আবু ইউসুফের মত গ্রহণ করতেন, আবু ইউসুফের মত না পেলে ইমাম মুহাম্মদের মত, তাও না পেলে ইমাম তহাবীর মত

তালাশ করতেন। যদি তিনি ইমাম তহাবীর মত পেয়ে যেতেন তাহলে সেটাই গ্রহণ করতেন” তাহলে আশা করি বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের সাথে যুদ্ধই যে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত তা বুঝতে আপনার খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা দেখবো যে, ইমাম আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর মতও এমনই এবং ইমাম আবু হানিফার মতও এমন হওয়াই যুক্তিযুক্ত (কাশ্মিরী রহিমাহুল্লাহুর মূলনীতিটি জানার জন্য দেখুন- তারাজিমু সিত্তাতিম মিনাল ফুকাহা, শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, পৃ: ৩৯ প্রকাশনা: মাকতাবুল মাতবুয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.

২. কাযী ইয়ায রহ বলেন,

لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. وذهب بعض البصريين إلى أنها تنعقد لها وتستديم على التأويل، فإذا طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغيير شرع أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك. (إكمال المعلم: 6/246 ط. دار الوفاء: 1419 ه)

উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন

যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। অতএব শাসক যদি এজাতীয় কাজগুলোর কোন একটি, যেমন, কুফর, শরীয়া পরিবর্তন অথবা বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। -ইকমালুল মু'লিম, ৬/২৪৬

৩. ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহও (মৃ: ৬৭৬ হি.) কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহুর উপরোল্লিখিত বক্তব্য সমর্থণ করেছেন। তিনি বলেন,

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك

إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة. وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له، لأنه متأول. قال: قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. (شرح مسلم للنووي: 12/229 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392)

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ‘আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ‘আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা’বিলকারী। কাযী ইয়ায বলেন, শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়া পরিবর্তন করে অথবা বিদ‘আত করে, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা। -শরহু মুসলিম, ১২/২২৯

ইমাম নববী অন্যত্র বলেন,

لا يجوز الخروجُ على الخُلفاءِ بمجرَّدِ الظلمِ أو الفسق ما لم يُغَيِّرُوْا شيئا من قَواعد الإسلام.(شرح مسلم للنووي: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، 12 : 244 ط. دار إحياء التراث العربي:1392)

শুধুমাত্র জুলুম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়, **যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোনো মৌলিক বিধানকে পরিবর্তন করে**। শরহে মুসলিম, ১২/২৬৬

এ পর্বে এখানেই শেষ করছি, আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ আরো কয়েকজন আলেমের বক্তব্য, পাশাপাশি এ মাসয়ালায় আল্লামা তাকী উসমানীর বক্তব্যের পর্যালোচনাও পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পর্বের লিংক -
https://dawahilallah.com/showthread....%26%232535%3B)

দ্বিতীয় পর্বের লিংক

https://dawahilallah.com/showthread....%26%232536%3B)

১৬.যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-৪ তাকী উসমানী দা. বা. এর মত পর্যালোচনা)

গতপর্বে বিধান পরিবর্তনকারী শাসক -তাকে মুরতাদ বলা হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তার- বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ফরয হওয়ার স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ ও কয়েকজন আলেমের বক্তব্য পেশ করেছি। এ পর্বে আরো কয়েকজন আলেমের উদ্ধৃতির পাশাপাশি এ মাসয়ালাতে আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. এর বক্তব্যের পর্যালোচনা পেশ করছি ইনশাআল্লাহ-

৪. মুহাদ্দিস আবুল আব্বাস কুরতুবী মালেকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৫৬ হি.) বলেন,

وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومَنَع من ذلك، وكذلك لو أباح شرب

الخمر والزنا ولم يمنع منها لا يختلف في وجوب خَلعِهِ. (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 4/39 ط. دار ابن كثير: 1497)

এমনিভাবে শাসক যদি নামায, রমযানের রোযা, হুদুদ তথা দণ্ডবিধির মতো দ্বীনের মৌলিক কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় এবং সেগুলো পালনে বাধা দেয়, তদ্রুপ সে যদি মদপান ও যিনাকে বৈধতা দান করে এবং সেগুলো থেকে বারণ না করে, তখনও তার অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। -আলমুফহিম, ৪/৩৯

৫. মুফাসসির আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭১ হি.) বলেন,

الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، .... وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شي من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة: (وألا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي حديث عوف بن مالك: (لا ما أقاموا فيكم الصلاة)

الحديث. أخرجهما مسلم. (الجامع لأحكام القرآن: 1/271 ط. دار الكتب المصرية: 1384)

ইমাম ফাসেক হয়ে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে সে অপসারিত হয়ে যাবে, এবং প্রকাশ্য ও সুবিদিত ফিসকের কারণে তাকে অপসারণ করতে হবে, ... আর অন্যান্য আলেমদের মতে ইমাম অপসারিত হবে না, যতক্ষণ না সে কুফরে লিপ্ত হয় কিংবা নামায পরিত্যাগ করে, অথবা নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয়, কিংবা শরিয়তের কোন বিধান কায়েম করা ছেড়ে দেয়। কেননা উবাদা বিন সামেত রাযি. বলেছেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে এ মর্মে বাইয়াত নিয়েছেন যে, আমরা আমিরদের সাথে ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ করবো না, (রাসূল বলেছেন) তবে যদি তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে।" আউফ বিন মালিকের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, "যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করবে ততদিন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না।" ইমাম মুসলিম উল্লিখিত হাদিসদ্বয় বর্ণনা করেছেন। - তাফসীরে কুরতুবী, ১/২৭১

৬. ইমাম মুহাম্মদ আলআব্বী রহ . (মৃ: ৮২৭ হি.) বলেন,

لا خلاف أنه يجب على المسلمين عزل الإمام إذا فسق بكفر، وكذلك إذا ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها أو غير شيئا من أصول الشرع.(إكمال إكمال المعلم: 5 : 180 ط. دار الكتب العلمية)

এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে কোন মতভেদ নেই যে, ইমাম মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে, তেমনিভাবে নামায পরিত্যাগ করলে, নামাযের দিকে আহ্বান করা পরিত্যাগ করলে কিংবা শরিয়তের কোন মৌলিক বিধান পরিবর্তন করলে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। -ইকমালু ইকমালিল মু'লিম, ৫/১৮০

৭. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮ হি.) বলেন,

فأيما طائفةٍ امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزامِ تحريم الدِّماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسِرِ، أو عن نكاحِ ذوات المحارمِ، أو عن

التزام جهاد الكفار، أو ضربِ الجزية على أهل الكتاب، وغيرِ ذلك من واجبات الدين ومُحرَّماتِه التي لا عُذرَ لأحد في جحودِها وتركِها التي يُكَفَّرُ الجاحدُ لوجوبها، فإن الطائفةَ الممتنِعَةَ تُقَاتَلُ عليها وإن كانت مُقِرَّةً بها، وهذا مما لا أعلمُ فيه خِلافا بين العلماء. (مجموع الفتاوى: 28/503)

"মুসলমানদের কোনো দল যদি কোন ফরজ নামাজ, রোযা, হজ্জ 'আদায় করতে' অস্বীকৃতি জানায় বা অন্যায় রক্তপাত, অন্যের মাল ভক্ষণ, মদ, জিনা, জুয়া, মাহরামকে বিয়ে করা ইত্যাদি বিষয়কে নিজেদের উপর নিষিদ্ধ করতে সম্মত না হয় কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া ধার্য করাকে নিজেদের উপর আবশ্যক করে না নেয়, তেমনিভাবে দ্বীনের এমন ফরজ বা হারাম বিষয়াবলী মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে যেগুলোকে অস্বীকার করা বা ছাড়ার ব্যাপারে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হয় না এবং যার অস্বীকারকারী কাফের বলে বিবেচিত হয়, তবে এইসব আমল পালনে অসম্মত দলের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদিও তারা এ ইবাদাতগুলোকে স্বীকার করে। এ ব্যাপারে আমার জানামতে উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।" -মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫০৩

৮. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. (মৃত্যু ১৩৫২ হি.) বলেন,

نعم إذا رأوا منه كفرا بواحا لا يبقى فيه تأويل، فحينئذ يجب عليهم أن يخلعوا ربقته عن أعناقهم، فإن حق الله أوكد. ثم هل من طاقة البشر أن لا يختار إلا حقا في جميع الأبواب، فإذا تعذر أخذ الحق في جميع الأبواب - وإن أمكن ذهنا - لا بد أن يحد له حد، وهو الإغماض في الفروع، فإذا وصل الأمر إلى الأصول حرم السكوت، ووجب الخلع. وهو معنى قوله: «وإن أمر عليكم عبد حبشي». فافهم. (فيض الباري: 6 : 459 ط. دار الكتب العلمية: 1426 هـ).

"হাঁ, প্রজারা যদি শাসক থেকে কোন সুস্পষ্ট কুফর দেখতে পায়, যাতে তাবীলের কোন অবকাশ থাকে না, তখন তাদের উপর আবশ্যক হবে তার থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া। ..... কেননা মানুষের জন্য (মানবীয় দূর্বলতাবশত) সবক্ষেত্রে হক অবলম্বন করা সম্ভব হয় না, তাই শাসকের ছোট-খাট বিচ্যুতির ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না, কিন্তু যখন শাসকের বিচ্যুতি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হবে (অর্থাৎ সে ইসলামের মৌলিক কোন

বিধান পরিবর্তন করবে) তখন চুপ থাকা হারাম হবে, এবং তাকে অপসারণ করা ফরজ হবে। এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "যদিও তোমাদের উপর কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত করা হয় যে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করো" এর অন্তর্নিহিত অর্থ।" -ফয়যুল বারী, ৬/৪৫৯

৯. হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ ইমামের বিপক্ষে বিদ্রোহের বিধানকে সাত প্রকারে বিভক্ত করেছেন, সপ্তম প্রকারে তিনি বলেন,

فسق متعدي يعني ظلم اختيار كرے او اس كا محل مظلمومين
كا دين هو، يعني أن كو معاصي پر مجبور كرے ، مگر يه
فسق أسي وقت تك هے جبكه اس كا منشاء استخفاف يا
استقباح دين أور استحسان كفر يا معصيت نه هو، بلكه إغاظت
مُكْرَه هو، جيسے أكثر كسي خاص وقتي اقتضاء سے كسي
خاص شخص پر اكراه كرنے ميں إيسا هي هوتا هے، ورنه
يه بهي حقيقتا كفر هے، أور قسم ثالث ميں داخل هے، يا في
الحال تو منشاء إكراه كا استخفاف وغيره نه هو، ليكن اكراه
بشكل قانون أيسے طور ر هو كه إيك مدت تك اس پر عمل
هونے سے في المآل ظن غالب هو كه طبائع ميں استخفاف
پيدا هو جاوےگا ، تو إيسا إكراه بهي بناء بر أصل مقدمة

الشيء بحكم ذلك الشيء بحكم كفر هوگا. (أمداد الفتاوى: 5/130. ط. مكتبة دار العلوم كراتشي: 1431 ه)

“যদি শাসক ফিসকে মুতাআদ্দী করে, অর্থাৎ এমন জুলুম-ফিসক করে যার সম্পর্ক প্রজাদের দ্বীনের সাথে হয় এবং তাদেরকে গুনাহতে বাধ্য করে, কিন্তু এই ফিসকের কারণ দ্বীনের প্রতি ঘৃণা কিংবা কুফরকে পছন্দ করার কারণে না হয়, অন্যথায় তা হাকিকি কুফর হবে, কিংবা এখন তো গুনাহতে বাধ্য করার কারণ শরিয়তের বিধানকে তাচ্ছিল্য করা না হয় কিন্তু কানুন তৈরী করে ব্যাপকভাবে গুনাহতে বাধ্য করা হয়, যা দীর্ঘদিন পর্যান্ত চালু থাকার কারণে পরিশেষে শরিয়তের বিধানের প্রতি ঘৃণা তাচ্ছিল্য এসে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয়, তো এভাবে কানুন তৈরী করে মানুষকে গুনাহতে বাধ্য করাও কুফরের হুকুমে।” -ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৫/১৩০

এরপর এর টীকায় তিনি বলেন,

چنانچه فقهاء کا أذان وختان کے (جو که سنن میں سے هیں) ترك عام کو استخفاف دین یا موجب محاربۂ تارکین فرمانا

-صريح دليل هے ايسے عموم کے بحکم کفر هونے کي
ملاحظه هو در مختار و رد المحتار باب الأذان ومسائل شتى
-حکم الختان - 12- أشرف علي

"এজন্যই আযান ও খতনা সুন্নতে মুয়াক্কাদা হওয়া সত্ত্বেও ফুকাহায়ে কেরাম আযান ও খতনা ব্যাপকভাবে ছেড়ে দেওয়াকে দ্বীনকে গুরুত্বহীন মনে করার দলিল গণ্য করেছেন এবং যারা এবিষয়গুলো ব্যাপকভাবে ছেড়ে দিবে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলেছেন, এটা প্রমাণ করে যে কানুনের মাধ্যমে মানুষকে ব্যাপকভাবে গুনাহে বাধ্য করা কুফরীর হুকুমে।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৫/১৩০

এখানে থানভী রহ. কথা থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে, যে শাসক শরিয়ত পরিপন্থী কানুন তৈরী করে এবং দীর্ঘদীন পর্যন্ত তা জারী রাখে তার বিপক্ষে যুদ্ধ করা যাবে, এবং তিনি এ মাসয়ালাকে ব্যাপকভাবে আযান বা খতনা ছেড়ে দেওয়ার উপর কিয়াস করেছেন, মুফতি তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম থানভী রহ. এর বক্তব্যের যে আরবী

ভাষান্তর করেছেন তা থেকে এ বিষয়টি আরো সহজে বুঝে আসে, তার ইবারত দেখুন,

والقسم السابع: أن يرتكب فسقا متعديا إلى دين الناس، فيُكرههم على المعاصي، وحكمه حكم الإكراه المبسوط في محله، ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو حكما، وذلك بأن يصرَّ على تطبيق القوانين المصادِمة للشريعة الإسلامية، إما تفضيلا لها على شرع الله، وذلك كفر صريح، أو توانيا وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله، بما يغلب منه الظن أن العمل المستمر على خلاف الشريعة يحدث استخفافا لها في القلوب، فإن مثل هذا التواني والتكاسل، وإن لم يكن كفرا صريحا بحيث يُكَفَّرُ به مرتكبه، ولكنه في حكم الكفر، بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حلَّ قتالهم، لأنه من أعلام الدين، وفي تركه استخفاف ظاهر به، راجع باب الأذان من رد المحتار (1: 384).

وحينئذ يلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث، وهو الكفر البواح، فيجوز الخروج على التفصيل الذي سبق في حكمه. (تكملة فتح الملهم: (3/275 ط. دار إحياء التراث العربي)

সপ্তম প্রকার, ইমাম এমন কোন ফিসক করে যার সম্পর্ক মানুষের দ্বীনের সাথে, যেমন তাদেরকে গুনাহতে বাধ্য করে, তো এর হুকুম হলো "গুনাহে বাধ্য করার হুকুম" যা ফিকহের কিতাবে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই

বাধ্যকরণ কখনো হাকিকি কুফর হয় আবার কখনো কুফরের হুকুমে হয়, যেমন শরিয়ত পরিপন্থী আইন-কানুন প্রয়োগ করার উপর জমে থাকা, যদি এটা এসব আইন-কানুনকে শরিয়তের চেয়ে উত্তম মনে করার কারণে হয় তাহলে তা হবে সুস্পষ্ট কুফর, আর যদি অলসতাবশত দীর্ঘদিন যাবত শরিয়ত পরিপন্থী বিধান জারী করে রাখে, যার কারণে শরিয়তের প্রতি অন্তরে তুচ্ছতা এসে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয়, তাহলে যদিও এটা এমন সুস্পষ্ট কুফরী নয় যার কারণে এমন শাসককে কাফের বলা হবে, কিন্তু এটাও কুফরের হুকুমে, এর দলিল হলো, ফুকাহায়ে কেরামের এই বক্তব্য- “যদি কোন দেশের লোকেরা আযান ছেড়ে দেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হয়ে যাবে, কেননা আযান শরিয়তের শিয়ার বা নিদর্শন, তাই আযান ছেড়ে দেওয়া শরিয়তের প্রতি প্রকাশ্য তুচ্ছতার দলিল। দেখুন, রদ্দুল মুহতার, ১/৩৮৪ (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/২৭৫)

(মুফতি তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের মত পর্যালোচনা)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মুফতি তাকী উসমানী তো বর্তমান শাসকদের বিপক্ষে বিদ্রোহকে সমর্থন করেন না? তাহলে তার মতের বিপক্ষে তার বক্তব্য দিয়ে দলিল পেশ করা কি ঠিক হবে?
তো এর উত্তর হলো, প্রথমত, আমরা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের বক্তব্যকে স্বতন্ত্র কোন দলিল হিসেবে উল্লেখ করিনি, বরং থানভী রহিমাহুল্লাহুর ভাষা প্রাচীন উর্দু হওয়ার কারণে কিছুটা জটিল, পক্ষান্তরে আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব তার বক্তব্যকে অত্যন্ত সহজ উসলুবে আরবীতে ভাষান্তর করেছেন, তাই থানভী রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য সহজে বুঝানোর জন্যই আল্লামা তাকী উসমানীর উদ্ধৃতি এসেছে।

এখন রইল, তিনি যে বর্তমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সমর্থন করেন না, তো এর উত্তর হলো, আল্লামা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম থানভী রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্যকে এ মাসয়ালার সবচেয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ বলে উল্লেখ করেছেন, আর থানভী রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্যের যে আরবী ভাষান্তর তিনি করেছেন তা থেকে বর্তমান শাসকবর্গ, যারা যুগের পর যুগ শরিয়তের খেলাফ আইন-কানুন দ্বারা দেশ পরিচালনা করছে তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ বৈধ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট, আর

কোন আলেমের বক্তব্য যদি তার কাজের বিপরীত হয় তাহলে তার দ্বায়ভার আমাদের উপর বর্তাবে না, বরং এর দ্বায়ভার সম্পূর্ণরূপে তার উপরই বর্তাবে।

আসলে তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম যখন দেখলেন যে, অনেক আলেমদের মতানুযায়ী, বিশেষকরে আমাদের ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মাযহাব এবং উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আকাবিরদের একজন হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহর ফতোয়া থেকে বর্তমান শাসকদের বিপক্ষে বিদ্রোহ বৈধ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট, অথচ তার নিজস্ব রুচি হলো শাসকদের বিপক্ষে বিদ্রোহ না করা, বরং তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে সংশোধন করা, তাই তিনি আবু হানিফা, থানভী সবার মত দ্বারা জগাখিচুড়ি তৈরী করে একটা হাস্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, প্রথমে তো তিনি এই ধারণা খন্ডন করলেন যে, শাসক মুরতাদ হওয়া ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না, এক্ষেত্রে তিনি বললেন,

وربما يفهم بعض الناس: أن الإمام الجائر لا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال ما دام متسميا باسم الإسلام، وليس

الأمر على هذا الإطلاق، ولا سيما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يقول الإمام الجصاص في أحكام القرآن تحت قوله تعالى: [لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ]. «وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف، يعني قتال الظلمة، فلم نحتمله .... وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن». (تكملة فتح الملهم: 3 : 271 ط. دار إحياء التراث العربي)

“কারো কারো ধারণা হলো, যালেম শাসকের বিপক্ষে কোন অবস্থাতেই যুদ্ধ করা যাবে না, যতক্ষণ না সে মুসলিম নামধারণ করে থাকে, কিন্তু বিষয়টা বাস্তবে এমন নয়, বিশেষকরে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী, ইমাম জাসসাস রহ. বলেন, “যালেম শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মাযহাব প্রসিদ্ধ, এ কারণেই ইমাম আওযায়ী বলেন, আমরা আবু হানিফার সবকিছুই সহ্য করেছি, কিন্তু যখন সে আমাদের উপর তরবারী নিয়ে সওয়ার হলো –অর্থাৎ যালেম শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধের ফতোয়া দিলো – তখন আমরা আর সবর করিনি। .... যায়েদ বিন আলীর বিদ্রোহের ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা তো

অনেক প্রসিদ্ধ, তিনি তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন এবং তার সহায়তা করা ও তার সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মানুষকে গোপনে ফতোয়া দেন। তেমনিভাবে হাসান রাযিআল্লাহু আনহুর দুই নাতি মুহাম্মদ ও ইবরাহীমের বিদ্রোহের ঘটনায় তার সম্পৃক্ততাও সকলের জানা। -তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/২৭১

এরপর আল্লামা তাকি উসমানী দা.বা. যায়েদ বিন আলী এবং মুহাম্মদ ও ইবরাহীমের বিদ্রোহের ঘটনায় আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহুর সমর্থনের বিস্তারিত বিবরণ নির্ভরযোগ্য সূত্রের উদ্ধৃতিতে বর্ণণা করেন এবং ইয়াযীদের বিপক্ষে হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহুর বিদ্রোহ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিপক্ষে বড় বড় আলেম ও যাহেদদের বিদ্রোহের দিকেও ইঙ্গিত করেন, কিন্তু এরপর তিনি যে স্ববিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তা যেমনিভাবে হাস্যকর তেমনিভাবে উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে তাদের এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য খুবই হতাশাজনক, তিনি বলেন,

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف – عفا الله عنه – بعد مراجعة النصوص الشرعية وكلام الفقهاء والمحدثين في هذا الباب،-

والله أعلم – أن فسق الإمام على قسمين: الأول: ما يكون مقتصرا على نفسه، فهذا لا يُبيح الخروج عليه، وعليه يُحمل قول من قال: إن الإمام الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج عليه، والثاني : ما كان متعديا، وذلك بترويج مظاهر الكفر وإقامة شعائره، وتحكيم قوانينه، واستخفاف أحكام الدين والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه، وتفضيل شرع غير الله عليه، فهذا ما يلحق بالكفر البواح، ويجوز حينئذ الخروج بشروطه. (تكملة فتح الملهم : 272 ط.

“শরিয়তের দলিল-প্রমান এবং মুহাদ্দিস ও ফকিহদের বক্তব্য থেকে এ মাসয়ালায় আমার যা বুঝে আসছে তা হলো, ইমামের ফিসক দুই প্রকার:

ক. যা তার নিজের উপর সীমাবদ্ধ থাকে, তো এধরণের ফিসকের কারণে তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। যে আলেমগণ বলেছেন, যালেম ও ফাসেকের শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না, তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটাই।

খ. ফিসকে মুতাআদ্দী বা এমন ফিসক যা শাসকের নিজের উপর সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং প্রজাদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে, যেমন শাসক যদি কুফরের শায়ায়ের ও নিদর্শনাবলীর

রেওয়াজ দেয়, প্রচার-প্রসার করে, কুফরী আইন-কানুন জারী করে, শরিয়তের বিধি-বিধানকে নগন্য মনে করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও শরিয়তের বিধান জারী করা হতে বিরত থাকে, শরিয়তের বিধানকে ঘৃণা করা এবং শরিয়তের বিধানের তুলনায় কুফরী আইন-কানুনকে উত্তম মনে করার কারণে, তাহলে তা সুস্পষ্ট কুফরীর হুকুমে হবে, এবং তখন শর্তসাপেক্ষে বিদ্রোহ বৈধ হবে।" -তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/২৭২

পাঠকের কাছে আবেদন প্রথমে আপনি তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের পুরো বক্তব্য গভীর মনোযোগে পড়ুন, এরপর এ পর্যালোচনাগুলো দেখুন,

১. তিনি বলছেন, "যদি শাসক শরিয়তের বিধানকে ঘৃণা করে এবং শরিয়তের বিধানের তুলনায় কুফরী আইন-কানুনকে উত্তম মনে করে কুফরী কানুন জারী করে তাহলে এটা সুস্পষ্ট কুফরের হুকুমে হবে"। অর্থাৎ তখনও এটা কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফর হবে না বরং কুফরে বাওয়াহর হুকুমে হবে, অথচ এ ব্যাপারে পুরো উম্মত একমত যে, শরিয়তের কোন বিধান ঘৃণা করা, তাচ্ছিল্য করা

কিংবা অন্য কোন বিধানকে শরিয়তের বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করা সুস্পষ্ট কুফরী, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. سورة محمد:8- 9

"আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে ধ্বংস। আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করেছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের আমলসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন।" -সুরা মুহাম্মদ, ৮-৯

আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

أي ذلك الإضلال والإتعاس، لأنهم "كرهوا ما أنزل الله" من الكتب والشرائع. "فأحبط أعمالهم" أي ما لهم من صور الخيرات، كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف القرب، ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن. (تفسير القرطبي: 16/233)

"এই ধ্বংস ও আমলের ব্যর্থতার কারণ হলো তারা আল্লাহ

তায়ালার নাযিলকৃত কিতাব ও বিধানাবলীকে অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের নেক আমল, যেমন মসজিদ আবাদ করা, (মুসাফিরদের) মেহমানদারী করা, ইত্যাদিকে বরবাদ করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা মুমিন ব্যতীত অন্য কারো আমল কবুল করেন না।" - তাফসীরে কুরতুবী, ১৬/২৩৩

হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. বলেন,

وبتحسين أمر الكفار اتفاقا حتى قالوا لو قال ترك الكلام عند أكل الطعام من المجوسي حسن أو ترك المضاجعة حالة الحيض منهم حسن فهو كافر. (البحر الرائق: 5/133 ط. دار الكتاب الإسلامي).

কাফেরদের কোন বিষয়কে ভাল মনে করলে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে, এমনকি যদি কেউ বলে, অগ্নীপূজারীরা যে খাবারের সময় কথা না বলা, কিংবা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে একশয্যায় না শোয়া এগুলো ভালোই তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। -বাহরুর রায়েক, ৫/১৩৩

ফিকহে হাম্বলীর বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আল্লামা মুসা বিন আহমদ হাজাভী রহ. (মৃ: ১০৫৪ হি.) বলেন,

من أشرك بالله ... أو سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى أو سجد لصنم أو شمس أو قمر أو أتى ... بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين كفر. الإقناع: (4 :285 ط. دارة عبد العزيز 1423)

যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, ... আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, আল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত কিতাবসমূহ কিংবা তাঁর প্রেরিত রাসূলগণকে নিয়ে উপহাস করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বা তার আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করে তবে সে সর্বসম্মতিক্রমে ... কাফের হয়ে যাবে। -আলইকনা’ ৪/২৮৫

ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المنتهكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين ..... بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو استقباحها كمن استقبح من آخرَ ..... إحفاءَ شاربه.) البحر الرائق: 5/129 رد المحتار: 4/222)

ইমানের জন্য (আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তাদের বিধানের প্রতি) সম্মানবোধ থাকা আবশ্যক, এজন্যই হানাফী ফকিহগণ এমন অনেক কথা ও কাজের কারণে মানুষকে তাকফীর করেছেন যা থেকে শরিয়তের বিধানের প্রতি তাচ্ছিল্য বুঝে আসে, ... কিংবা রাসূলের কোন সুন্নতের প্রতি ঘৃণা বুঝে আসে, যেমন কেউ মোচ খুব ছোট করে ছাটলো এটা দেখে কেউ ঘৃণা প্রকাশ করলো, (তো তার এই কাজের দ্বারা যেহেতু মোচ ছোট করে ছাটা যা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায় তাই এটা কুফরী হবে।) -আলবাহরুর রায়েক, ৫/১২৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৪/২২২

২. তিনি প্রথমে এ মূলনীতি দাড় করাচ্ছেন যে, ফিসকে লাযেম বা যে ফিসক শুধু শাসকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ, প্রজাদের উপরে তার প্রভাব পড়ে না, সে ফিসকের কারণে বিদ্রোহ বৈধ নয়, পক্ষান্তরে যে ফিসক শাসকের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রজাদের উপরও তার মন্দ প্রভাব পড়ে সে ফিসকের কারণে বিদ্রোহ বৈধ। বরং এখানে তিনি তাদের মত খন্ডন করছেন যারা মনে করে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কুফর ব্যতীত অন্য কোন সূরতেই শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ যায়েজ নেই।

এরপর ফিসকে মুতাআদ্দীর উদাহরণ টানতে গিয়ে তিনি বলছেন, "যেমন, কুফরের রীতিনীতির প্রসার করা, কুফরের শায়ায়ের বা নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠা করা, কুফরী কানুন জারী করা, দ্বীনের বিধিবিধানকে তুচ্ছজ্ঞান করা, শক্তি থাকা সত্ত্বেও শরয়ী বিধান চালু করা হতে বিরত থাকা"। এ পর্যন্ত তো অনেকটা ঠিকই ছিল, কিন্তু এরপর হযরত এক আশ্চর্য কথা বলেন, তিনি এ বিষয়গুলো ফিসকে মুতাআদ্দী হওয়ার জন্য দুটি শর্ত আরোপ করলেন,

ক. শাসকরা এবিষয়গুলো পছন্দ করা এবং ইসলামের বিধানকে ঘৃণা করা।

খ. ইসলামী আইন জারী করার ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও তা

থেকে বিরত থাকা।

পাঠক একটু ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করুন, **শাসক কুফরী আইনকে উত্তম মনে করা বা ইসলামী বিধি-বিধানকে ঘৃণা করা- ফিসক মুতাআদ্দী হওয়া না হওয়ার সাথে এর কি সম্পর্ক? তাহলে কি শায়েখে মুহতারাম বলতে চাচ্ছেন যে, শাসক ইসলামী আইন উত্তম মনে করা সত্ত্বেও যদি কুফরী আইন জারী করে তখনও তা ফিসকে লাযেম হবে, ফিসকে মুতাআদ্দী হবে না অর্থাৎ জনগণের উপর এর কোন মন্দ প্রভাব পড়বে না।**

এমনিভাবে "ইসলামী আইন জারী করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকা" এখানেও প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি শাসক কাফেরদের চাপে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভয়ে অক্ষমতার দরুন - যেমনটা হযরত বুঝাতে চাচ্ছেন - ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে না পারলে সেটাও ফিসকে লাযেম হবে, জনগণের দ্বীনের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না। সুবহানাল্লাহ, এ কেমন আশ্চর্য ফিকহ!!!

৩. শায়খে মুহতারাম ফিসকে মুতাআদ্দী পাওয়া গেলে

শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধকে জায়েয বলছেন এবং সাহাবীদের যমানা থেকে আবু হানিফার যমানা পর্যন্ত যারাই বিদ্রোহ করেছেন তাদের সবাই শাসকের ফিসকে মুতাআদ্দীর কারণেই বিদ্রোহ করেছেন বলে মত প্রকাশ করছেন। তথাপিও তিনি বর্তমান শাসকদের বিপক্ষে বিদ্রোহকে সমর্থন করছেন না। তাহলে কি তিনি বলবেন যে, তখনকার শাসক ইয়াযীদ, মারওয়ান, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান, হাজ্জাজ, মানসুর যাদের বিপক্ষে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিদ্রোহ করেছেন তারা তো ফিসকে মুতাআদ্দীতে লিপ্ত ছিল, তাদের দ্বারা জনসাধারণের দ্বীন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল, কিন্তু বর্তমান শাসকরা ফিসকে মুতাআদ্দীতে লিপ্ত নয়, তারা জুলুম-অত্যাচার করলেও ওদের দ্বারা জনগণের দ্বীনী ক্ষতি হচ্ছে না!!!

অথচ কে না জানে বাস্তবতা এর পুরো একশো আশি ডিগ্রি উল্টো। কেননা যাদের বিপক্ষে সাহাবী-তাবেয়ীগণ বিদ্রোহ করেছেন তাদের ফিসকই ছিল ফিসকে লাযেম। তাদের যমানায় রাষ্ট্রে ইসলামী আইন জারী ছিল। আলেমগণ কাযী হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী না হলে শাসকরা এতে কোনরুপ হস্তক্ষেপ করতো

না। বেশি থেকে বেশি তারা কিছু জুলুম-অত্যাচার করতো আর বাইতুল মালের সম্পদ নিজেরা যথেচ্ছা ভোগ করতো।

আর বর্তমান শাসকরা তো কুফর, নাস্তিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা সবকিছু মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে, বরং আইন তৈরী করে এগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করছে, নিজেদের পেটুয়া বাহিনী দ্বারা এর কর্মীদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। রাসুলকে গালি প্রদানকারী নাস্তিকরা তো এদের অধীনে সুরক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রতিবাদকারী নিরীহ মুসলিমদের বুকে গুলি চলছে। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ইসকন বাংলাদেশ দখল করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে, কিন্তু কেউ এর বিপক্ষে মুখ করলে তাকে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও উস্কানীদাতা বলে জেলে পুরা হচ্ছে। "সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ধর্ম প্রচারের অধিকার রয়েছে" এই অজুহাতে হেফাযতে ইসলামের এনজিও বিরোধী দাবী প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। কিন্তু মুসলিমরা হিন্দুদের মাঝে ইসলামপ্রচার করতে গেলে হিন্দুরা প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে মুসলিমদের ধর্মপ্রচারে বাধা দিচ্ছে। এনজিওরা সাহায্যের নামে রোহিঙ্গাদের ধর্মান্তরিত করার কাজ নির্বিঘ্নে করে যাচ্ছে, অথচ মুসলিমদের জন্য নিজেদের রোহিঙ্গা ভাইদের সরাসরি

সাহায্য করার অনুমতি নেই। সাহায্য করতে চাইলে সরকারী ফান্ডে অর্থ প্রদান করতে হবে। এমনকি একবার ভীতি প্রদর্শনের জন্য রোহিঙ্গাদের সাহায্য করতে যাওয়া আলেম ও অন্যান্যদের একরাতের জন্য গ্রেফতারও করা হয়। এসব কিছুর পরও কি বলা হবে বর্তমান শাসকরা ইয়াযীদ, মারওয়ান, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ও মানসুরের চেয়ে ভালো? তাদের ফিসক শুধু নিজেদের উপরই সীমাবদ্ধ?

শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর তথাকথিত সব দারুল ইসলামেরই আজ এই দশা, পাকিস্তানের শাসকদের ব্যাপারে তো খোদ মুফতি তাকী উসমানী দা. বা. এর পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী রহ. আজ থেকে ত্রিশবছর আগেই বলে গেছেন,

جس بنيادي مقصد كا باربار اعلان كيا جاتاتها كه اسلامي حكومت قائم هوگي اور يوں عالمِ اسلامي سے اتحاد هوگا، اس كے لئے حكمرانوں اور حكومتو ں نے كيا كيا؟ اپنے وعدوں كو كهاں تك پورا كيا؟ يهاں كون كون سے اسلامي قوانين جاري هوئے؟ كفر والحاد كو كهاں تك ختم كيا گيا؟ اسلامي معاشرت قائم كرنے كے لئے كيا كيا اقدام كئے گئے؟ ان تمام سوالات كا جواب حسرت ناك نفي مں ملے گ، آخر امتحان كا يه عبوري دور تها، كون سي نعمت تهي جو حق تعالى

نے نه دي هو؟ کون سي فرصت تهي جو نه ملي هو؟ ليکن واحسرتاه! که ربع صدي سے زياده عرصه گزر گيا، مگر پاکستان کے مقصدِ وجود کا خواب شرمنده تعبير نه هوا، کون سا وعده پورا کيا گيا؟ کون سي اسلامي عدالت قائم هوئي؟ زاني اور شرابي کو کون سي سزادي گئي؟ بد اخلاقي کا کيا انسداد کيا گيا؟ ظلم، عدوان، رشوت ستاني، کنبه پروري، بے حيائي وعرياني، سودخوري وبدمعاشي کو ختم کرنے کے لئے کون سا قدم اٹهايا گيا؟ بلکه اس کے برعکس يه هوا که سودخوري، شراب نوشي، بد اخلاقي اور بے حيائي کي نه صرف حوصله افزائي کي گئي، بلکه سرکاري ذرائع سے اس کي نشر واشاعت ميں کوئي کسر باقي نہيں اٹها رکهي گئي، "بينات" کےصفحات ميں ان دردناك

مجلة بينات، العدد :) - داستانوں کو باربار دهرايا گيا هے

جمادى الأخرى 1437 ص 17)

“পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যে মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বারবার ঘোষণা করা হতো যে, ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে আর এভাবেই ইসলামী বিশ্বের সাথে পাকিস্তানের ঐক্য হবে, এ লক্ষ্য পূরণে সরকার ও শাসকশ্রেণী কি কাজ করেছে? নিজেদের কৃত ওয়াদা কতটুকু পূর্ণ করেছে, এদেশে ইসলামের কোন কোন বিধান বাস্তবায়ন হয়েছে? কুফর ও ধর্মদ্রোহীতা কোন স্তর পর্যান্ত মেটানো হয়েছে? ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার

জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত দুঃখজনক ও নেতিবাচক ভাবেই মিলবে। এটা তো পরীক্ষাস্বরুপ অন্তর্বর্তীকাল ছিল। আল্লাহ তায়ালা কোন নেয়ামত দিতে বাকী রেখেছিলেন? কোন সুযোগটা হাতছাড়া রয়ে গিয়েছিল?

হায় আফসোস! পচিশ বছরেরও বেশি পেরিয়ে গেল, কিন্তু পাকিস্তান গঠনের স্বপ্ন পূরণ হল না।কোন ওয়াদাটা রক্ষা করা হয়েছে? কোথায় ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? ব্যাভিচারী ও মদ্যপকে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে? অনৈতিকতা ও বদআখলাকী কতটুকু মেটানো হয়েছে? জুলুম-অত্যাচার, ঘুষখোরী-সুদখোরী, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা ও জাতিয়তাবাদ দমন করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? বরং এর বিপরীত সুদখোরী, মদপান, অনৈতিকতা ও বেহায়াপনার প্রতি শুধু উৎসাহিত করাই হয়নি, এরচেয়েও আগে বেড়ে সরকারী মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে এগুলোর প্রচার-প্রসার করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে!!! -বাইয়িনাত, সংখ্যা: জুমাদাল উখরা ১৪৩৭ পৃ: ১৭

আসলে এই শাসকরা তো কাফেরদেরই দালাল, কাফেররা

আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য সরাসরি কাফের গভর্ণর নিয়োগ করার চাইতে নামধারী মুসলিম শাসকদের দ্বারাই কার্যসিদ্ধি করা নিরাপদ মনে করছে। লর্ড ম্যাকলের সেই কুখ্যাত উক্তিটা কি মনে নেই "ভারতীয়দের জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থারে একমাত্র উদ্দেশ্য হল এমন এক যুব সম্প্রদায় সৃষ্টি করা, যারা রঙ ও বংশের দিক থেকে ভারতীয় হলেও মন ও মস্তিষ্কের দিক থেকে হবে সম্পূর্ণ বিলাতী।"-দেওবন্দ আন্দোলন, মাওলানা আবুল ফাতাহ ইয়াহইয়া, পৃ: ১৫১

যারা শুধু নামে মুসলমান হওয়ার কারণে বর্তমান শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে নিষেধ করছেন তারা নিজেদের অজান্তেই ইসলামের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানাবলীর গায়ে কালিমা লেপন করছেন। তারা যেন বলতে চাচ্ছেন, কাফেররা কোন মুসলিম দেশ দখল করে নিলে তাদের নিয়োগকৃত গভর্ণরের মাধ্যমে যে কাজগুলো করাতো, হুবহু সেই কাজগুলো একই মাত্রায় বরং তারচেয়েও বেশি মাত্রায় কোন নামধারী মুসলিম শাসকের মাধ্যমে করালেও তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না!!! তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে মহা প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত শরিয়তে কি কাফেরদের এ চালবাজী ধরার মতো কোন পদ্ধতি নেই? ইসলামে কি তাহলে মূল

বিষয়ের পরিবর্তে শুধু নামের উপর ভিত্তি করেই বিধান ভিন্ন হয়?

না, কক্ষনো নয়, আল্লাহ তায়ালা এই দালাল শাসকদের কুফর ও ইরতেদাদ বুঝার জন্য অনেক অনেক দলিল রেখেছেন। যা মুজাহিদ আলেমগণ বারবার প্রচার করেছেন। এরপরও যদি কারো জন্য এদের কুফর ও ইরতেদাদ বুঝা জটিল মনে হয় তবে তা বুঝার জন্য বাহ্যিক কিছু আলামতও রেখেছেন, যার অন্যতম দুটি আলামত হলো নামায না পড়া এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন না করা। কিন্তু বহু আলেম এসব দলিলাদী উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া দলিলবিহীন ফতোয়া দিয়ে ইসলামকে কলংকিত করছে, ইসলাম ধ্বংসে সহায়তা করছে। আর এভাবেই তাদের মাঝে রাসূলের ভবিষ্যৎদ্বানী বাস্তবায়িত হচ্ছে,

إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رءوسا جهالا، يفتونهم بغير علم، فيضلون ويضلون صحيح البخاري : (100) صحيح مسلم : (2673)

وقال ابن مسعود: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، ..... وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء،

ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم، فيَثْلِمون الإسلامَ ويهدمونه. (فتح الباري: 41/484 ت: شعيب الأرنؤوط)

"আল্লাহ তায়ালা মানুষের (অন্তর) হতে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন না, তবে আলেমদের মৃত্যু দান করবেন এবং তাদের সাথে সাথে তাদের ইলমকেও তুলে নিবেন। তখন মানুষের মাঝে কিছু মূর্খ নেতা বাকী থাকবে, তারা ইলম ব্যতীত ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।" -সহিহ বুখারী, ১০০ সহিহ মুসলিম, ২৬৭৩

ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, "তোমাদের অবস্থা দিনদিন মন্দ থেকে মন্দতর হতে থাকবে। তবে এটা বৃষ্টি কম-বেশী হওয়া (অর্থাৎ আর্থিক স্বচ্ছলতা বা দৈন্যের) কারণে হবে না। বরং এর কারণ হবে, আলেমদের চলে যাওয়া। অতপর এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা (দ্বীনি) বিষয়াদীতে নিজস্ব মত ও স্বভাব-রুচি অনুযায়ী ফতোয়া দিবে, ফলে তারা ইসলামকে ধ্বংস করে ফেলবে।" (ফাতহুল বারী, ৪১/৪৮৪ শুয়াইব আরনাউতের তাহকীককৃত নুসখা)

চলবে ইনশাআল্লাহ

***

প্রথম পর্বের লিংক

https://dawahilallah.com/showthread....%26%232535%3B)

দ্বিতীয় পর্বের লিংক

https://dawahilallah.com/showthread....%26%232536%3B)

তৃতীয় পর্বের লিংক

https://dawahilallah.com/showthread....%26%232472%3B)

১৭.যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-৫ শাসকের পাপাচার ও অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া)

(বিগত পর্বসমূহে যে সকল কারণে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ

করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তার দুটি কারণ- নামায ত্যাগ করা ও মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন করা- নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এ পর্বে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার তৃতীয় কারণ নিয়ে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।)

যে সকল কারণে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয় তার একটি হলো, শাসকের পাপাচার ও অন্যায়-অবিচার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া, যার কারণে মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া উভয়টি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং যদিও জালেম শাসকের বিপক্ষে মূল বিধান হলো, তার জুলুম অত্যাচার সহ্য করে নেয়া- কিন্তু এ হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তা সীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু যখন তার পাপাচার ও জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তাকে বহাল রাখলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বহুগুণ বেশি হয়, তবে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আল্লামা শামী রহ. বলেন,

وفي المواقف وشرحه: إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها

وإعلائها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين. (رد المحتار: 4/264)

“শাসককে অপসারণ করার মত কোন বৈধ কারণ পাওয়া গেলে উম্মত শাসককে পদচ্যুত করতে পারবে। যেমন শাসকের কাজের কারণে যদি উম্মতের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায় কিংবা দ্বীনি বিষয়াদি উলট-পালট হয়ে যায়, তাহলে তাকে অপসারণ করা যাবে। কেননা শাসককে নিয়োগই করা হয়েছিল দ্বীনি বিষয়াদির দেখাশোনা করার জন্য। (সুতরাং যদি তার দ্বারা দ্বীনের কোন কল্যাণ হওয়ার পরিবর্তে শুধু ক্ষতিই হতে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমতায় রেখে কি লাভ?) তবে যদি তাকে অপসারণ করতে গেলে যুদ্ধবিগ্রহ ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে যেটা মন্দের ভালো সেটা অবলম্বন করতে হবে। (অর্থাৎ তার দ্বারা যে ক্ষতি হচ্ছে তা যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিতনা-ফাসাদের ক্ষতির চেয়েও বেশি হয় তবে যুদ্ধ করেই তাকে অপসারণ করবে। আর যদি তার কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে তাকে অপসারণ করতে গেলে তার থেকেও বেশি ক্ষতির আশংকা থাকে তবে তাকে অপসারণ করবে না।) –রদ্দুল মুহতার, ৪/২৬৪

শাফেয়ী মাযহাবের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী জুয়াইনী রহ (মৃ: ৪৭৬ হি.) বলেন,

فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه، وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور، وتعطيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم - إن شاء الله عز وجل - وذلك أن الإمامة إنما تعنى لنقيض هذه الحالة، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة، فيجب استدراكه لا محالة. وترك الناس سدى، ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع من هو عون الظالمين، وملاذ الغاشمين، وموئل الهاجمين، ومعتصم المارقين الناجمين، وإذا دفع الخلق إلى ذلك، فقد اعتاصت المسالك، وأعضلت المدارك، فليتئد الناظر هنالك، وليعلم أن الأمر إذا استمر على الخبال، والخبط والاختلال، كان ذلك لصفة في المتصدي للإمرة، وتيك هي التي جرت منه هذه الفترة، ولا يرتضي هذه الحالة من نفسه ذو حصافة في العقل، ودوام التهافت في القول والفعل مشعر بركاكة الدين في الأصل، أو باضطراب الجبلة، وهو خبل، فإن أمكن استدراك ذلك، فالبدار البدار قبل أن تزول الأمور عن مراتبها وتميل من مناصبها، وتميد خطة الإسلام بمناكبها. (غياث الأمم في التياث الظلم ص: 107 ط. مكتبة إمام الحرمين: 1401)

“যদি শাসক সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকে; তার জুলুম-অত্যাচার ব্যাপক হয়ে যায়; যমিনে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে;

মানুষের হক বিনষ্ট হয়; হুদুদ-কিসাস পরিত্যক্ত হয়; .... যালেমদের দুঃসাহস বেড়ে যায়; মাযলুম যালেম থেকে হক উদ্ধার করার মত কাউকে না পায়; গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতেও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়; সীমান্ত অনিরাপদ হয়ে পড়ে; তখন এই ভয়াবহ বিষয়ের প্রতিবিধান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা শাসককে নিয়োজিত করা হয় এর বিপরীত উদ্দেশ্যে। সুতরাং যখন শাসক থেকে উদ্দেশ্যের বিপরীত কার্যাবলী ঘটতে থাকে তখন তার প্রতিকার করা জরুরী।

জনগণকে শাসকবিহীন ভাবে ছেড়ে রাখা এমন শাসকের অধীনে রাখার চেয়ে উত্তম যে যালেমদের সহায়ক, অপরাধীদের আশ্রয়দাতা, দুর্বৃত্তদের রক্ষাকারী। যদি মানুষকে এমন শাসকের অধীনে থাকতে বাধ্য করা হয়ে তবে তো বিষয়টি খুবই জটিল আকার ধারণ করবে। সুতরাং যে এ মাসয়ালা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে সে যেন গভীরভাবে ভেবে দেখে এবং জেনে রাখে যে, মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়ার বিরামহীন অধঃপতন শাসকের খারাবীর কারণেই হয়ে থাকে। তাই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। .... সুতরাং যদি এর প্রতিকার করা সম্ভব হয় তবে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয়া দরকার।” -গিয়াসুল উমাম, পৃ: ১০৭

উযীর ইয়ামানী রহ. (মৃত্যু: ৮৪০ হি.) বলেন,

الفصل الثاني: في بيان أنّ منع الخروج على الظّلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه، وعظمت المفسدة بولايته، مثل: يزيد بن معاوية، والحجّاج بن يوسف، وأنّه لم يقل أحدٌ منهم ممّن يعتدّ به بإمامة من هذه حاله، وإن ظنّ ذلك من لم يبحث، لإيهام ظواهر عباراتهم في بعض الموضع، فقد نصّوا على بيان مرادهم وخصّوا عموم ألفاظهم، فممّن ذكره الإمام الجويني....) ثم ذكر رحمه الله قول الجويني رحمه الله المارُّ آنفا. (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، 2/381 ط. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع).

"যালেম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না' এ বিধান এমন শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যার জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং তার শাসনের ক্ষতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। যেমন ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। উল্লেখযোগ্য কোন আলেম এমন শাসকের শাসনকে বৈধ বলেননি। যদিও তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক বিবরণ হতে কখনো কখনো এমন সংশয় সৃষ্টি হয়। কেননা তারা (অন্যত্র) নিজেদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যারা এ বিষয়টা উল্লেখ করেছেন তাদের একজন হলেন ইমাম জুয়াইনী ...।" এরপর তিনি ইমাম জুয়াইনী রহ. -র উপরোক্ত বক্তব্য নকল করেন। -আলরওযুল বাসেম,

২/৩৮১

আলী রাযি. বলেন,

عن ليث قال: قال علي بن أبي طالب: «لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر»، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: «إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبي به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله». رواه الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان(7102) وروى ابن أبي شيبة نحوه في «المصنف» (39086) بإسناد آخر، وقال الشيخ عوامة حفظه الله في تعليقه على المصنف: (إسناده حسن، إن كان حبيب العبسي هو ابن سليم المترجم في التهذيبين).

"মানুষ শাসক ব্যতীত সুষ্ঠুরূপে জীবনযাপন করতে পারে না, চাই শাসক নেককার বা ফাসেক। লোকেরা বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! নেককার শাসকের প্রয়োজনীয়তা তো আমরা বুঝি, কিন্তু ফাসেক শাসক থাকার কি প্রয়োজন? আলী রাযি. বললেন, ফাসেক শাসকের মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালা পথ-ঘাট নিরাপদ রাখেন, তার মাধ্যমে কাফেরদের সাথে জিহাদ জারী থাকে; কর-ট্যাক্স আদায় হয়; হুদুদ-কিসাস কায়েম হয়; (তার ব্যবস্থাপনায়) হজ হয় এবং মুমিন

তার শাসনাধীনে মৃত্যু পর্যন্ত নিরাপদে ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকে।" -শুয়াবুল ইমান, ইমাম বাইহাকী রহ. হাদিস নং:- ৭১০২ ইবনে আবী শাইবা রহ. ভিন্ন সনদে কাছাকাছি অর্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ৩৯০৮৬।

হাসান বসরী রহ. বলেন,

وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون.
(جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله 2/117 ط. مؤسسة الرسالة)

"শাসকরা আমাদের পাঁচটি জিনিষের যিম্মাদারী পালন করে:- জুমা, জামাত, ইদ, সীমান্তরক্ষা ও হুদুদ-কিসাস কায়েম করা। আল্লাহর শপথ তাদের দ্বারাই দ্বীন ঠিক থাকে। যদিও তারা জুলুম-অত্যাচার করে, কিন্তু তাদের দ্বারা যে লাভ হয় তা তাদের ক্ষতির চেয়ে বেশি।"

এখানে লক্ষণীয়, আলী রাযি. ও হাসান বসরি রহ. জালেম শাসকের আনুগত্য করতে উৎসাহিত করছেন এবং তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করছেন এ কথা বলে যে, "তাদের দ্বারা শত্রুদের সাথে জিহাদ ও সীমান্ত রক্ষা হয়।

চোর-ডাকাত নির্মূল হওয়ার কারণে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবনযাপন নিরাপদ হয়। মুমিন নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে। জালেম শাসকদের দ্বারাও হুদুদ কায়েমের মতো গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয়াদি সম্পাদিত হয় এবং তাদের দ্বারা যা কল্যাণ সাধিত হয় তা তাদের ক্ষতির চেয়ে বেশী।” কিন্তু বর্তমান শাসকদের দ্বারা যেহেতু জিহাদ, সীমান্তরক্ষা-হুদুদ কায়েম ইত্যাদি কিছুই হচ্ছে না। বরং উল্টো তারা আইন করে হুদুদ কায়েম করা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের ছত্রছায়ায় থেকেকেই আজ চোর-ডাকাত-চাঁদাবাজ ও দলীয় ক্যাডাররা মানুষদের যিম্মী করে রেখেছে। শত্রুর সাথে জিহাদ ও সীমান্ত রক্ষা তো তাদের দ্বারা হচ্ছেই না, বরং উল্টো তারাই শত্রুর সাথে গলাগলি করে দেশকে ধীরে ধীরে শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে। দুর্নীতি-লুটপাট ও অর্থপাচার করে দেশ ও জাতিকে ফতুর বানিয়ে দিচ্ছে। ওদের মাধ্যমে মুমিন নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করতে পারা তো দূরে থাক- বরং ওদের কারণেই আজ মুমিনের দুনিয়া-আখেরাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। যদি মেনে নিই ওদের দ্বারা দুনিয়াবী কিছু কল্যাণ হচ্ছে, তবুও ওদের দ্বারা যে অকল্যাণ হচ্ছে (বিশেষ করে মানুষের দ্বীনি বরবাদি যা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী কল্যাণ-অকল্যাণ হতে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ) তা ওদের দ্বারা হওয়া কল্যাণের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। তাই –বর্তমান শাসকদের ফাসেক বলা

হোক বা মুরতাদ- সর্বাবস্থায় ওদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হবে।

দেখুন, উলামায়ে কেরাম মোল্লা উমরের নেতৃত্বে তালেবানদের জিহাদকে সমর্থন করেছেন। অথচ তালেবানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। বরং তালেবান প্রতিষ্ঠাই হয়েছে রাশিয়া আফগান ছেড়ে চলে যাওয়ার পর। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী আফগান কমান্ডাররা যখন আফগানিস্তানে যুলুমের রাজ্য কায়েম করে, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন মোল্লা উমর এই কমান্ডারদের বিপক্ষে জিহাদ শুরু করেন। অথচ তখন আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দীন রব্বানী ছিল। যদিও তার ক্ষমতা দুর্বল ছিল। (মোল্লা উমরের আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও তালিবান, মাওলানা উবাইদুল্লাহ নদভী, পৃ: ১৯-৩৭)

পাকিস্তানের বরেণ্য আলেম মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী শহিদ রহ. বলেন,

جهاں تك مجھے معلوم هے طالبان كي تحريك صحيح ہے، أفغانستان كي جن جماعتوں أور ان كے ليڈروں نے روس كے خلاف لڑائي كي وه تو صحيح تهي، ليكن بعد ميں ان ليڈروں نے اپنے اپنے علاقه ميں اپني حكومت بنالي- اور

ملك ميں طوائف الملوكي كا دور دوره هوا، ملك ميں نه امن قائم هوا، نه پورے ملك ميں كوئي مركزي حكومت قائم
-هوئي، نه اسلامي نظام نافذ هوا
طالبان نے جهاد افغانستان كو رائگان هوتے هوئۓ ديكها تو اسلامي حكومت قائم كرنے كے لئے تحريك چلايئ، اور جو علاقے ان كے زير نگيں آئۓ ان ميں اسلام نظام نافذ كيا، افغانستان كے تمام ليڈروں كا فرض تها وه اس تحريك كي حمايت كرے، مگر وه طالبان كے مقابله ميں آگئے، اب افغانستان ميں لڑايئ اس نكته پر هےكه يهاں اسلامي نظام نافذ هو يا نهيں؟ طالبان كي تحريك اسلامي نظام كے نفاذ كے لئے هے اور ان كے مخالفين كي حيثيت باغيوں كي هے، اس لئے طالبان كے جو لوگ مار ےجاتے هيں وه اعلاء كلمة الله كے لئے جان ديتے هيں بلا شبه وه شهيد هيں- آبكي مسائل :
(7/ 375 – 376 ط. مكتبة لدهيانوي 1999 هـ.)

“আমার জানামতে, তালেবানদের (জিহাদি) আন্দোলন সঠিক। আফগানিস্তানে যে দল ও তাদের নেতারা রাশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলো তাদের যুদ্ধ তো ঠিক ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তারা নিজ নিজ এলাকায় সরকার গঠন করে। দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে তুলে পরস্পর হানাহানি শুরু করে। ফলে দেশে কোন নিরাপত্তা ছিলো না, পুরো দেশে কোন কেন্দ্রীয় সরকারও গঠিত হয়নি, ইসলামী আইনও বাস্তবায়িত হয়নি।

তালেবানরা আফগান জিহাদ নিষ্ফল হতে দেখে ইসলামী

হুকুমত কায়েম করার জন্য (জিহাদি) আন্দোলন শুরু করে। যেসব এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে তাতে ইসলামী শাসন চালু করে। সকল নেতার কর্তব্য ছিলো, এই আন্দোলনের সাহায্য করা। কিন্তু তারা সাহায্যের পরিবর্তে তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। বর্তমানে আফগানিস্তানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ হচ্ছে। তালেবানদের আন্দোলন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর তাদের বিরোধীরা হচ্ছে বিদ্রোহী। সুতরাং তালেবানদের মধ্য হতে যারা নিহত হবেন তারা আল্লাহর দ্বীনকে সুউচ্চ করার জন্যই নিহত হবেন। তাই নিঃসন্দেহে তারা শহিদ বলে গণ্য হবেন।" - আপকে মাসায়েল, ৭/৩৭৫-৩৭৬

চলবে ইনশাআল্লাহ

***

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-১ প্রথম ক্ষেত্র- নামায পরিত্যাগ করা)
https://dawahilallah.com/showthread....%26%232535%3B)
যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-২)

https://dawahilallah.com/showthread....%26%232536%3B)
যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-৩ দ্বিতীয় ক্ষেত্র- মানবরচিত বিধান দ্বারা দেশ শাসন করা)
https://dawahilallah.com/showthread....%26%232472%3B)
যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-৪ আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. এর মত পর্যালোচনা)
https://dawahilallah.com/showthread....%26%232494%3B)